উৎসর্গ

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ও

বিভাবতী দেবী

বাবা ও মা'-র

স্মরণে—

বাবা,

তোমার লেখায় বাজতে শুনি ছন্দোময়ীর পা'র নূপুর,
আমার খাতার পাতায়-পাতায় উদ্বেলিত তোমার সুর ;
মূর্ছনা তার অঞ্জলি দিই তোমার স্মৃতির উদ্দেশে—
উঠছে জেগে তোমার ছবি চোখের আগে তন্দ্রাতুর !

মা,

আমি যখন এক বছরের তুমি হঠাৎ বিদায় নিলে,
নেই-ঠিকানা দেশের টানে রইলেনাকো এই নিখিলে !
অবাক চোখে আজও তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি,
স্মরণ করে তোমায় দিলুম এই কবিতার প্রদীপ জ্বেলে !

—কুটু

নিবেদন

বাবার কণ্ঠে তাঁরই লেখা কবিতার আবৃত্তি শুনে আমি কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত এবং প্রবিষ্ট হই কৈশোরেই। তখন থেকেই লিখে চলেছি। ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেল প্রায় আধশতাব্দী ; বাংলা কবিতার রূপান্তর ঘটল পর্বে-পর্বে। কিন্তু এই পরিবর্তনের সামিল হতে পারিনি নিজস্ব অনুভব এবং স্বাভাবিক প্রকাশ ভংগিকে পরিহার করে।

ছন্দমিলের স্তবকবন্ধনে কবিতার অপমৃত্যু ঘটে বলে আমি মনে করিনা ; মনে করিনা কবিতার আবেদন অন্তরে নয়, শুধুমাত্র মস্তিষ্কে। যুগযন্ত্রণা, জীবনের সমস্যা আর সর্বহারার বিক্ষুব্ধ চিত্তের অসন্তোষই যে কবিতার একমাত্র উপজীব্য তাও মেনে নিতে পারিনা।

এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কোনও কবিতারই মধ্যে এ-কালের কবিতার একটি লক্ষণও পরিলক্ষিত হবে না। তবুও এগুলিকে গ্রন্থাকারে তুলে ধরলুম এই ভেবে যে, স্বল্প সংখ্যক হলেও এখনও এমন পাঠক-পাঠিকা থাকতে পারেন যাঁদের বিচারে এ শ্রেণীর কবিতা সুখপাঠ্য বিবেচিত না হলেও অপাঠ্য হিসাবে একেবারে বর্জনীয় নয়।

আমার কৈশোর-যৌবনে কবিতা রচনায় অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। সকলের নামোল্লেখ সম্ভব না হলেও কয়েকজনের নামোল্লেখ করতেই হয়। এঁরা হলেন—[এক] অগ্রজ শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; [দুই] প্রয়াত হরিসাধন ঘোষ, আমার স্কুল জীবনের শিক্ষক—কবিতা রচনায় আমাকে উৎসাহদানে যাঁর ক্লান্তি ছিলনা কোনোদিন। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাঁকে ; [তিন] আমার কলেজ-জীবনের মাস্টারমশাই শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—যুগপৎ কবি, সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক রূপে যিনি বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর কাছ থেকে অনেক উৎসাহ, অনেক উপদেশ পেয়েছি। সম্পর্কের

নৈকট্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সুতরাং নীরবতা অবলম্বন ছাড়া উপায় কী! [চার] কবিশেখর কালিদাস রায়। বহুদিন অতি আগ্রহের সঙ্গে তিনি আমার কবিতা পাঠ শুনেছেন, কবিতা রচনা প্রসঙ্গে অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর স্মরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; [পাঁচ] শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র—বর্তমান বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় আমার বহু কবিতা মুদ্রিত করে তিনি যে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন তা নয়, আমার ছেলেবেলা থেকেই কবিতা রচনায় আমাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এই অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিককে।

কবি-সমালোচক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় অনুগ্রহ করে গ্রন্থটির একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার ঋণ জমা রইল তাঁর কাছে।

বইখানির মুদ্রন-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্যের সকল কৃতিত্ব শ্রীবিশ্বনাথ বসুর। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

'স্খলন-পতন চ্যুতি-বিচ্যুতি
আছে অজস্র ভরে মোর পুঁথি,
কবি-সম্মানে রাখিনা দাবি !
গৃহকোণে বসে নিভৃতে একাকী—
ভাষা নিয়ে ছেলেখেলা করে থাকি,
হিজিবিজি ছবি কত কী যে আঁকি—মনে-মনে যত খেয়াল ভাবি !

....

খেয়ানে যা লভি আঁকি সেই ছবি রূপরসে করি সিক্ত,
কল্পনা রঙে রঞ্জিয়া তারে আলোকিত করি চিত্ত।
প্রাণময় করি ছন্দে নাচাই,
করি অনুরূপ শব্দ বাছাই,
ঝংকারে ওঠে নূপুর বাজি ;
হৃদয়ের যত কল্পিত আশা,
ভয় ও ভাবনা প্রীতি ভালবাসা,
তাহাদের মুখে তুলে দিই ভাষা—ভরে দি প্রাণের ফুলের সাজি !'

এক

কবি বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে কবিতা লিখে আসছেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় আজ পর্যন্ত তাঁর দুখানি মাত্র কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 'কিছু কথা কিছু সুর' তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রায় চার যুগের নির্বাচিত কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে।

বিজনকুমারের জন্ম ১৯১৯ সালের ১৬ই জুলাই। পিতা 'নতুন-খাতা'-র খ্যাতনামা কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। মাতা বিভাবতী দেবী। এক বছর বয়সে বিজনকুমার মাতৃহারা হন। পিতাকে হারান বারো বছর বয়সে। 'পিতৃতর্পণ' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি শিরায়-শিরায় সঞ্চারিছে তোমার সুর'। বিজনকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বিশ্ববিদ্যালয়ের করণিক হিসাবে চাকুরি জীবনের সূত্রপাত। অবসর গ্রহণ কালে সহকারী পরীক্ষা-নিয়ামক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিজনকুমার অসামান্য স্মরণ-শক্তির অধিকারী। অমন শ্রুতি-ধর কাব্যরসিক কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যাবে। কবি-পিতার সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্য তিনি অল্পদিনই পেয়েছিলেন। কিন্তু এগারো-বারো বছর বয়সেই পিতৃদেবের মুখে তাঁর এবং সমকালীন কবিগণের কবিতা শুনে-শুনে তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। এই শতাব্দীর প্রথম পাদের সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায় প্রমুখ কবিগণের অজস্র কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারেন। 'ফেরিওলা' কবিতায় তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন—

'আমি ফেরি করি হারানো দিনের পুরনো কবিতা রাশি,
এ নব যুগের কাব্য-বিচারে যে-গুলি মলিন বাসী!

তাদেরই ভিতর আমি যে দেখেছি আলো-আঁধারের খেলা,
আকাশ মাটির মধুর মিতালি শান্ত সন্ধ্যাবেলা !'

হারানো দিনের পুরনো কবিতা রাশির মধ্যেই তিনি দেখেছেন 'আলো আঁধারের খেলা', দেখেছেন 'আকাশ মাটির মধুর মিতালি।' তাই তাঁর নিজের কবিতাও হারানো দিনের সঙ্গেই ছন্দে-মিলে মিতালি করে চলেছে। মর্তজীবন গতি-অগতির লীলা। একদিকে তা নিত্য-পরিবর্তনশীল, আরেক দিকে তা চিরন্তন। পরিবর্তনের মধ্যে চিরন্তনকে দেখাই বিজনকুমারের কবিদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। 'চিরন্তনী' কবিতায় তাই তিনি বলেন,

'হয়নি বদল কোন কিছুর,
আগেও যেমন এখনো তাই ;
সেই আলো আর সেই ছায়া
খেলে লুকোচুরি, ক্লান্তি নাই।'

দুই

বিজনকুমারের কবিভাষা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রানুসারী কবিগণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র স্তবকবন্ধনে তাঁর কবিতা শ্রুতিরসায়ন। মাত্রাবৃত্ত [কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান] ছন্দের সংগীতই তাঁকে অধিকতর আবিষ্ট করে। এই রীতির ছন্দে তিনি বিচিত্র স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন। 'আশাবাদী' কবিতাটি ত্রিক-বন্ধের স্তবকে গঠিত ;—

'ভাগ্যের সাথে লড়েছি অনেক, ছাড়িনি হাল,
আজকে না হোক, কালকে তো হবে রাত সকাল,
'আজ' তোমাদের আর আমাদের 'আগামী কাল'।

আস্থা বুকে বেঁধে বাসা বাঁধি তাই আমরা সব,

নিম্নে পৃথিবী, উর্ধ্বে আকাশ, নাই বিভব,
আমাদের কাছে নাইকো কিছুই অসম্ভব।'

এই কবিতায় তিন-তিন চরণের স্তবকে একটি মাত্র মিলে কবিমানসের আশাবাদ ঘনপিনদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছে। মিলের বিচিত্র বিন্যাসে বহুব্যবহৃত ছন্দে যে নতুন প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব হয় তার দৃষ্টান্ত 'মৌন-মিনতি' কবিতাটি। কবি বলছেন,

'এক-জোড়া পাখী—থির অচপল—মেলে না ডানা,
মিছে চেয়ে রয় উপরে উদার আকাশখানা,
স্তিমিত-প্রদীপ দুচোখে জ্বলে!
একটি নিমেষ, পলক-বিহীন—চমৎকার,
আয়ত-আঁখির পল্লবে দোলে অশ্রুভার,
শিশিরের ফোঁটা পদ্মদলে!
মাধুরী-মাখানো মৌন-মিনতি বড় সকরুণ বড় মধুর,
হোক না সে চোখ তরুণী কিংবা কল্যাণী কোন গৃহবধূর!'

বহু প্রচলিত এই ছন্দে মিলবিন্যাসের অভিনবত্বে কবিতাটি নবরূপ ধারণ করেছে। স্বরবৃত্ত রীতির ছন্দেও কবি নতুন সুর সৃষ্টি করেছেন চার চরণের স্তবকে তৃতীয় চরণকে মুক্ত রেখে। 'নীরব কবি' কবিতার শেষ স্তবকে তার সার্থক রূপায়ণ লক্ষণীয়—

'বুকের বোঝা নামিয়ে রেখে করবোনাকো ক্লান্তি দূর,
সুপ্ত থাকুক সকল কথা মূর্ছিত থাক সকল সুর।
নিবিয়ে বাতি মেঘলা রাতে শুনবো বসে একলাটি,
বাজছে কেমন মঞ্জুতালে ছন্দোময়ীর পায় নূপুর।'

আসলে, বিজনকুমার কবিতার ছন্দোময় রূপসৃষ্টিতে ক্লান্তিহীন শিল্পী, তাই বিগত দিনের ছন্দ-অলংকারে সজ্জিত কবিতা তাঁর হাতে নবজীবন পেয়েছে। শুধু বাংলা ছন্দ নয়, সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দকেও তিনি বঙ্গবাণীর রূপসাধনায় কত সহজেই ব্যবহার করতে পেরেছেন। 'চিন্তার

বন্যায়' তিনি ভেসে যান নি, মন্দ্রাক্রান্তার স্বচ্ছন্দ বিন্যাসে তাকে শমিত করে রেখেছেন—

'চিন্তার বন্যায় ভাসছে মন মোর জমছে স্বপ্নের চক্ষে ভীড়,
নিঃসীম রাত্রির আর্তনাদ যত মূর্তি ধরে বাঁধে বক্ষে নীড় !
লুকায় আকাশের লক্ষ নর্তকী, পক্ষ মেলে ধরে অন্ধকার,
অদ্‌ভুত বিদ্যুৎ চকিতে চমকায়, সভয়ে করে দিই বন্ধ দ্বার !'

তিন

বিজনকুমার মূলত আত্মনিমগ্ন কবি। কিন্তু সমকালীন সমাজকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই 'কবির প্রতি' কবিতায় স্পষ্টোচ্চারণেই তিনি বলেছেন,

'হাতে হাত রেখে কোথায় বসেছে দুজনে একা,
নির্বাক দুটি আঁখি দিয়ে সে কী নিবিড় দেখা !

আজকের কবি চেয়োনা ওদিকে ফিরে তাকাও,
সমাজ-শরীরে কোথা ঘূণ ধরে তাই দেখাও,
ঘুম-পাড়ানোর সুর নয় আজ— ঘুম-ভাঙানোর সুর শোনাও !'

এই উদাত্ত আহ্বান সত্ত্বেও কবি কিন্তু অশিববিনাসে উদ্দীপ্ত হতে পারেননি। অন্তর্লীন হৃদয়াবেগই তাঁর কবিতার অন্তরঙ্গ সুর। মগ্নতালে ছন্দোময়ীর পায়ের নূপুর-নিক্কন শোনাই তাঁর নিগূঢ় মনস্কামনা। একটি সার্থক কবিতার জন্ম হলে তিনি তাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার বলে মনে করেন। তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'পলকে দেখেছি ছন্দের ডোরে দোলে অপরূপ কবিতা মালা।' ছন্দের ডোরে কবিতার মালা রচনাই নিঃশ্রেয়স। এবং সেই মালা প্রেয়সীর গলায় দুলিয়ে দিতে পারলেই তিনি কৃতকৃতার্থ।

এই অর্থেই বিজনকুমার মুখ্যত প্রেমের কবি। পূর্বরাগে অনুরাগে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির আলো-আঁধারের লীলাই তাঁর কবিতার মুখ্য আলম্বন।

রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়া আর পরকীয়া প্রেমের কবিতাকে বলেছেন সমাজের গান আর সৌন্দর্যের গান। বিজনকুমারের কবিতায় প্রেমের উভয় সুরই মঞ্জু ছন্দে উদ্‌গীত হয়েছে। 'রাতের বুকে' কবিতায় সৌন্দর্যের গান শুনতে পাওয়া যাবে—

'বাতাসের বুকে-বিরহীর বাঁশী শুনেছি,
বক্ষের তাল কান পেতে বসে শুনেছি!
এসেছিল—ভালবেসেছিল বন-হরিণী,
পাছে ব্যথা লাগে সেই ভয়ে তারে ধরিনি!
দিন রাত শুধু স্বপ্নের জাল বুনেছি—
ক্ষণ বয়ে গেছে—তবুও খেয়াল করিনি!'

অধরা বনহরিণীকে ধরতে না পারার বেদনা এই স্তবকবন্ধে মর্মরিত ; কিন্তু এই অপ্রাপ্তির বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে ভালবাসার অমৃত। সেই অমৃত-প্রাশনে জীবন হয়েছে মধুস্বাদী। প্রেমিক কবি বলেছেন—

'নিখিলের রূপ লাগে অপরূপ নয়নে,
পৃথিবীর মায়া এমনি কি মনোহারিণী!'

বনহরিণীকে কবি ধরতে পারেন নি, কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হয়েছে, তাই 'নিখিলের রূপ লাগে অপরূপ নয়নে।'

স্বকীয়া প্রেমেও বিজনকুমারের অনুভূতি সমান সুকুমার। মুক্ত পাখির রূপকে কবি প্রিয়াকে আকাশে আহ্বান করেছেন,—

'পাখা মেলে দেবো আমরা দুজন মুক্ত-পাখির মতো,
বিস্মিত চোখে তাকাবে সতত মাটির মানুষ যতো!
তুমি থেকো শুধু মোর পাশে-পাশে,
কথা কয়ো চোখে ইশারা আভাসে,

গুণ্ঠন যদি ওড়ে বা বাতাসে হয়োনা লজ্জানত ;
আমরা দুজন পাখা মেলে দেবো মুক্ত পাখির মত !'

যখন আকাশে নয়, উষ্ণ নীড়ে দুজনে বড়ো কাছাকাছি, তখনো পৃথিবীর অপরূপ রূপ কবির মানস প্রত্যক্ষে ধরা পড়েছে। বলেছেন,

'তুমি আর আমি বড়ো কাছাকাছি ছিলাম সেদিন সন্ধ্যাবেলা,
দেখেছি দুজনে দুটি চোখ ভরে আকাশের বুকে আবির খেলা !
বিদায়ী সূর্য আকাশের গায়
রাঙা অনুরাগে মাধুরী মাখায়,
তোমার দুচোখে চেয়ে-চেয়ে আমি ভাসিয়েছিলাম আশার ভেলা,
বড়ো কাছাকাছি তুমি আর আমি ছিলাম সেদিন সন্ধ্যাবেলা !

বিরহ-মিলনে এই সৌন্দর্য-দর্শন 'কিছু কথা কিছু সুর'-এর কবির প্রেমকে আকাশ ভুবনে মাধুরীমণ্ডিত করেছে। বৈষ্ণব কাব্যরসিক বলেছেন, যেখানে প্রেমের উৎকর্ষ সেখানে মিলনের মধ্যেও বিরহের আর্তি লুকিয়ে থাকে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে তাঁর নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। মিলনের কুহরে কুহরে এই হারাই-হারাই ভাব 'ভয় করে' কবিতায় গুঞ্জরিত হয়েছে।

'সারা মন ঘিরে আজ এ কী সংশয়—
তোমারে পেয়েছি তবু এত কেন ভয় !'

এই প্রেমবৈচিত্ত্যেই বিজনকুমারের স্বকীয়া প্রেম প্রেমের উচ্চগ্রামে উন্নীত হয়েছে।

সূচীপত্র

নবোদ্বোধন

দীর্ঘ দিবস ঘুমিয়েছিলাম নিবিয়ে ঘরের আলো—
কে যেন এক বললে—কবি, এবার প্রদীপ জ্বালো!
যে-সুর তোমার বুকের ভিতর গুমরে মরে কেঁদে
কথার-ফুলে সাজাও তারে ছন্দ-ডোরে বেঁধে।
আজও আছে অনেক মধু এই ধরণীর বুকে,
নিঙড়ে তারে বার করে নাও সৃষ্টি-সাধন-সুখে।
বিলম্ব আর একটুকু নয়—যায় গোধূলি যায়,
সুর সে কখন পৌঁছবে ঐ সুদূর আমরায়?

চমকে উঠে তন্দ্রা ভেঙে নিলাম কলম তুলে,
হারিয়ে-যাওয়া সুরের-খেয়া উঠলো বুকে দুলে!
ভাবনাগুলো বাঁধন ছিঁড়ে মুক্তি পেতে চায়—
নতুন-নতুন ফুল ফোটাবার আবেগ উছলায়!
আকাশ ফেটে আলোক-ধারা যেমন আসে নেমে,
চলতে পথে পথিক যেমন পড়ে পথের প্রেমে,
তেমনি শুরু হল আবার শব্দ নিয়ে খেলা,
নতুন করে সুপ্ত মনের উদ্বোধনের বেলা।

ফেরিওলা

ধবধবে-ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা, কাঁধে নেই ঝুলি-ঝোলা,
পরিচয় দিল—সে এক পসারী, অর্থাৎ ফেরিওলা!
শুধালুম-তারে—ফেরিওলা যদি পণ্যের বোঝা কই?
হাসিয়া কহিল—পণ্যের ভার সারা অন্তরে বই!
বুঝিতে পারি না কী বুঝাতে চায়, থাকি নির্বাক হয়ে—
সে বলে—আমার পণ্য মেলে না অর্থের বিনিময়ে!
পেতে হলে তারে মনের-সেতারে সুরের-সোহাগ চাই,
নীরব কবির ভাব-অনুভূতি-ভরা অন্তরটাই!
শুধু বাস্তবে স্থূলের প্রলেপে জীবন জড়ানো নয়,
কল্পনা আর স্বপ্নের-জাল ছড়ানো জীবনময়!
আমি ফেরি করি হারানো দিনের পুরনো কবিতারাশি,
এ নবযুগের কাব্য-বিচারে যে-গুলি মলিন বাসী!
তাদেরই ভিতর আমি যে দেখেছি আলো-আঁধারের খেলা,
আকাশ মাটির মধুর মিতালি শান্ত সন্ধ্যাবেলা!
এই কথা বলি কয়েকটি কলি পসারী শুনায়ে যায়—
আকাশের কোলে মেঘের কাজলে বিদ্যুৎ চমকায়!

কবির প্রতি

ইন্দ্রধনুর রংটি ফলানো মেঘের কোলে—
আজ আর কবি দেখনা কিসের স্বপ্ন দোলে!
রজনীগন্ধা কেন কেঁদে মরে শ্রাবণ-সাঁঝে—
কেন সারারাত আকাশে তারার নূপুর বাজে—
বাতাসের বুকে কেন অকারণ চঞ্চলতা—
চাঁদের-চোখের-সলিলে কিসের বিহ্বলতা?
কাজ নাই জেনে ও-সবের আজ মূল্য নাই,
আলো দাও যাতে দীপ-নেভা ঘরে দীপ জ্বালাই,
বাণী দাও যাতে বল পাই বুকে—ন্যায়ের দাবিতে পেট ভরাই।

হাতে-হাত রেখে কোথায় বসেছে দু'জনে একা,
নির্বাক দু'টি আঁখি দিয়ে সে কী নিবিড় দেখা!
কে তরুণী ঐ চ'লে যায় দেহ ইসারা-মাখা—
খসে'-খসে' পড়ে বুকের আঁচল সাম্‌লে রাখা—
ঝড় তুলে দিয়ে জনতার মাঝে গেল মিশে,
ওরি রাঙা-ঠোঁট হয়তো বা আছে ভরা বিষে!
আজকের কবি চেয়োনা ওদিকে ফিরে তাকাও,
সমাজ-শরীরে কোথা ঘুণ ধরে তাই দেখাও,
ঘুম-পাড়ানোর সুর নয় আজ—ঘুম ভাঙানোর সুর শোনাও!

জীবনের পথ বড় বন্ধুর, বড় ভয়াল,
আজকের বোঝা ভার হ'ল, আছে আগামী কাল!
ক্ষুব্ধ-সাগর বুকের ভিতরে আনে জোয়ার,
কবি, তুমি হও অগ্রগতির ঘোড়-সওয়ার!
ধ্বংসের মুখে আনো সৃষ্টির শক্তি আজ,
আসুক ঝঞ্ঝা, নামুক আঁধার, পড়ুক বাজ!

কবি, তুমি দীপ জ্বেলে রেখো তবু অনির্বাণ,
কিছু নয়, শুধু বড় করে দাও প্রতিটি প্রাণ—
পুরানো বীণায় শোনাও আবার নূতন সুরের নূতন গান !

একক, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৫৪

মৃত্যুর ঈক্ষণ

চঞ্চল মহাকাল—চলে তার নর্তন—
পৃথিবীর পটে তাই ঘটে পরিবর্তন!
বদলায় রীতি-নীতি, চিত্তের যাচ্‌না,
কালকের বাসী-ফুল কাজে লাগে আজ না!
ঘোচে মোহ চক্ষের, মোছে মায়া-অঞ্জন,
মনে হয় মিছে প্রেম, মিছে অনুরঞ্জন!

অ-দৃশ্য দোলনায় সব্বাই দুলছে—
এই ঘুমে অচেতন, এই চোখ খুলছে!
ছুটি পেলে ছুট দেয়, খাঁ-খাঁ করে ফাঁকা-ঘর,
ফিরে আসে নীড়ে ফের—আশ্রয়-নির্ভর!
যত কথা পড়ে মনে বেশি আরও ভুলছে,
স্বপ্নের জাল বুনে বোনা-জাল খুলছে!

অনু দিয়ে তৈরী এ-দুনিয়ার দস্তুর,
একই রূপ থাকেনাকো ব্যক্তি ও বস্তুর।
তবু মনে ওথ্‌লায় দুঃখের সিন্ধু,
ঝরে' পড়ে টস্‌-টস্‌ অশ্রুর বিন্দু;
পৃথিবীটা মনে হয় বড় বেশি নিষ্ঠুর,
জীবনের দীপে হাসে ঈক্ষণ মৃত্যুর!

চিরন্তনী

এখনও আকাশে তারা ফোটে—
পৃথিবী এখনও হয়নি স্থির ;
এখনও স্বপ্ন দেখে মানুষ,
ফুলে জাগে লোভ মৌমাছির !

এখনও মানুষ হারায় মন,
রাঙা হয়ে ওঠে অনুরাগে ;
বকুল ফাগুনে ব্যাকুল হয়,
চাঁদের সোহাগ মাটি মাগে !

এখনও কিশোর দল বেঁধে,
আশ্বিনে উৎ-সবে মাতে ;
এখনও কিশোরী নেচে চলে,
রাঙা-রুলি ছুটি রাঙা-হাতে !

হয়নি বদল কোন কিছুর,
আগেও যেমন এখনও তাই ;
সেই আলো আর সেই ছায়া,
খেলে লুকোচুরি, ক্লান্তি নাই।

ক্লান্ত বিহঙ্গ

[লীনা মুখোপাধ্যায়কে]

পরিশ্রান্ত বিহঙ্গের পক্ষ বিধূনন
শান্ত আজ, ক্লান্তিভারে অবসন্ন দেহ!
নিঃসঙ্গ—নির্জন নীড়—কাছে নাই কেহ—
প্রহর ভরিয়া চলে স্মৃতি-রোমন্থন!

অনাবৃত আকাশের স্নিগ্ধ সম্ভাষণ
দিনান্তের রক্তরাগে অচিরে মিলায়;
ভগ্নোদ্যম বিহঙ্গম চোখ তুলে চায়—
শক্তি নাই করে সে যে পক্ষ সঞ্চালন!

কণ্ঠ তার রুদ্ধ আজ, নাই সে কাকলী,
দৃষ্টি-শর নয় তীক্ষ্ণ, হারা ক্ষিপ্র গতি;
পুরানো আবাস লাগে নিষ্করুণ অতি,
মরুভূর রূপ নেয় সারা বনস্থলী!

হারানো দিনের কথা ভাবে সেই পাখি,
কেউ নেই কাছে তার—সে বড় একাকী!

ঘড়ি, জোনাকি ও আমি

টেবিলে 'টাইম-পিস্' করে টিক্-টিক্
নিঃঝুম রাত—নেই কোন কলরব,
চুরি করে নিল মেঘ চাঁদের বিভব,
একটি জোনাকি ঘরে করে ঝিক্-মিক্ !

ঘড়ি ও জোনাকি দুই সুহৃদ সঠিক,
সকলেই ঘুম যায়, পৃথিবী নীরব ;
স্তব্ধতা মুড়ে দেয় চরাচর সব,
জোনাকি, ঘড়ি ও আমি তিনটি পথিক

রাত্রির বুক চিরে চলি অবিরাম—
চলি মানে হৃদয়ের স্পন্দন চলে,
এ রাত জাগায় আছে গভীর আরাম,
নিজেরে নতুন লাগে প্রতি পলে পলে !

প্রভাত-আলোকে রাত মরে যাবে জানি,
রেখে যাবে তৃপ্তির স্বরলিপিখানি !

মাটির টান

দেহের ব্যথা মনের ব্যথা বহন করা ছুটোই দায়,
একটি যদি ঘুমিয়ে থাকে, অন্যটি যে চমকে চায় !
মন জুড়ে বা অঙ্গ জুড়ে ব্যথার মোচড় নিরন্তর,
শঙ্কা লাগে কেমন করে কাটবে জীবন অতঃপর !
তবু তো কই হয় না শিথিল এই বসুধার মাটির টান,
আঁকড়ে ধরি জীবনটারে রাখতে তারে স্পন্দমান !
ইচ্ছে জাগে—থাক অবিচল এমনি অবাধ সঞ্চরণ,
ঘুম-ভাঙা ছুই চোখের আগে উষার আলোক-সম্ভাষণ ;
বসুন্ধরা রূপ-পশরা নিত্যি নতুন দিক ঢেলে—
রাত্রি-দেবী সাজাক আকাশ লক্ষ তারার দীপ জেলে ।
মাটির ছেলের এই তো চাওয়া, এর বেশি আর নয় কিছু,
এগিয়ে যতো চলছি ততো লাগছে মাটির টান পিছু !

স্মরণ-বিস্মরণ

স্মরণের চেয়ে নিঃসন্দেহে মনে হয় ভাল
বিস্মরণ!
স্মরণে কখনো ওথলায় সুখ,
কখনো ব্যথায় মোচড়ায় বুক,
বিস্মরণের নেই সে বালাই নেই অন্তর-
আন্দোলন!
তাই মনে হয় স্মরণের চেয়ে অধিক কাম্য
বিস্মরণ!

বিস্মরণের ধু-ধু প্রান্তরে আঁকা নিঃসীম
শূন্যতা!
এ যেন সমাধি চেতন-লোকের,
হারা-অনুভূতি সুখের শোকের,
শূন্যের পরে শূন্যের ঢেউ ছুটে চলে পেতে
পূর্ণতা!
মাঝে-মাঝে তাই ফিরে পেতে চাই বিস্মরণের
শূন্যতা!

এখন হেমন্ত

এখন হেমন্ত ঋতু, জীবনেও তাই,
হঠাৎ উঠি না আর অকারণে মেতে ;
ঝরে পাতা, শুনি সুর দুটি কান পেতে—
স্মরণের সরোবরে নিজেরে হারাই !

ছিল যারা পাশে-পাশে পথে যেতে-যেতে
কে কোথায় গেল চলে, ঠিকানা তো নাই ;
ভাবি আর ফিরে-ফিরে পিছনে তাকাই—
হাসে চাঁদ বাঁকা-হাসি ফাঁকা আকাশেতে !

পুরনো কবিতা পড়ি বাছাই-বাছাই,
এখনও অনেক মধু জমা আছে এতে ;
হয় না হলুদ রং এ সবুজ ক্ষেতে,
না ছুটে কোথাও শুধু ঐ দিকে ধাই !
স্বপ্নে-সত্যে-গড়া কবিতার দেশ
হেমন্ত-সায়াহ্নে মনে জাগায় আবেশ !

এ কোন্ অপর্ণা

ধু-ধু-ধু-ধু জ্বলে শুধু
বৈশাখী-বহ্নি—
হোমানলে সমাসীনা
কে তাপসী-তন্বী ?

ার সব রস
শুষে নিতে চায় সে,
অতৃপ্ত অন্তরে
কী তৃপ্তি পায় সে ?

সূর্যের হাত ধরে'
চলে তার নৃত্য,
জুঁই-বেল-চম্পক
ফোটে তাই নিত্য !

দিগন্তে ওড়ে তার
ওড়নার অঞ্চল—
ঝক্‌মকে চক্‌মকে
রবি-করে উজ্জ্বল !

দহনের জ্বালা তার
ঝরে দুটি চক্ষে,
আগুনের খর-স্রোত
বয়ে' যায় বক্ষে !

দিবাভাগে রূপ তার
কাঞ্চনবর্ণা,
সূর্যের সহচরী—
এ কোন্ অ-পর্ণা !

রুদ্রাণী রূপে তার
তেজোময়ী মূর্তি,
উষ্ণতা বিকিরণে
চিত্তের স্ফূর্তি !

সে যে আসে ফিরে-ফিরে
বৎসর অন্তে,
চৈত্রের চিতা-ধূম
মিলালে বসন্তে !

বৈপরীত্য

শূন্য এবং ভর্তি—
সত্যি দুটোই সত্যি !
দু চোখে দুটোকে দেখলে
থাকেনা বিরোধ-দ্বন্দ্ব ;
বিপরীতে ভরা বিশ্ব
স্পন্দিত তবু ছন্দ !

বাঁচলেই পেট জ্বলবে,
চললেই তৃণ দলবে !
অকারণ মিছে দুঃখে
ভারাতুর করা মনটা ;
লোকালয়ে লোক থাকবেই,
জঙ্গলে ভরা বনটা !

জগৎ কিছুটা গদ্য,
কিছুটা বা তার পদ্য !
একই সুর মনে বাজে না—
তাই বিচিত্র ঝংকার,
হাহাকার আর হাস্যের
বুদবুদে ভরা সংসার !

স্মৃতির অ্যালবামে

তন্দ্রা নেই তবু
স্বপ্ন চোখে নামে—
ছবির পরে ছবি
স্মৃতির অ্যালবামে

হরিণ-মনখানা
পিছনে ছুটে চলে-
জড়িত নয় সে যে
কর্ম-কোলাহলে !

এখানে এত মেঘ,
ওখানে অত আলো ;
ভাবছি রূপে রঙে
ওদের কে সাজালো !

অলস কল্পনা ?
হয়তো হবে তাই,
স্বপ্ন-বিলাসের
মূল্য কিছু নাই ?

ভাসিয়ে দিই ভেলা—
পিছনে গুন টানি,
হারানো সম্পদ
ফিরে সে দেয় আনি !

মুগ্ধ বিস্ময়ে
দু-চোখ তুলে চাই
স্মৃতির খেয়া বেয়ে
পিছনে চলে যাই ।

নীরব কবি

আমার মনে ঘুমিয়ে আছে অনেক কথা অনেক সুর,
জাগিয়ে তাদের তুলবো না আর থাকুক তারা তন্দ্রাতুর
সাপ-খেলানো-বাঁশীর-কাঁদন বুকের তলেই বাজুক না—
শিল্পী কবি আঁকুক ছবি ওড়না-ওড়া দিগ্বধুর!

জোনাক-পোকা দেয় কমিয়ে অন্ধকারের যন্ত্রণা,
ফুল ফোটাতে শিশির করে নিশির সাথে মন্ত্রণা,
ঘুম-হারাদের ঘুম পাড়াতে দোলায় চামর শর্বরী;
জাগর-জ্বালা-চোখের কোলে ঘুমের কাজল সান্ত্বনা!

উর্ণনাভের জালবুনানি মনের কোণে মন্দ নয়,
ঢেউ উঠে ঢেউ যায় মিলিয়ে উদয় বিলয় ছন্দোময়!
বুকের ভাষা মুখের কথায় রূপ পেতে চায় বারম্বার—
অ-ধরাকে যায় না ধরা সব আয়োজন ব্যর্থ হয়!

বুকের বোঝা নামিয়ে রেখে করবোনাকো ক্লান্তি দূর,
সুপ্ত থাকুক সকল কথা মূর্ছিত থাক সকল সুর।
নিবিয়ে বাতি মেঘলা রাতে শুনবো বসে একলাটি,
বাজছে কেমন মঞ্জু তালে ছন্দোময়ীর পা'র নূপুর!

মৌন মিনতি

সজল চোখের অনুনয়টুকু বড় গভীর,
সে তো নিষ্প্রাণ নয় ছুটি চোখ আঁকা ছবির,
সে যে অকথিত মিনতি-ভরা !
নদী যেন তার নাই তল—ধু-ধু দু'পাশে তীর,
জল-কল্লোল স্তব্ধ তখন, শান্ত নীর,
সংগীত-হারা কলস্বরা।
এক-জোড়া পাখী—থির অচপল—মেলে না ডানা,
মিছে চেয়ে রয় উপরে উদার আকাশখানা,
স্তিমিত-প্রদীপ দু চোখে জ্বলে !
একটি নিমেষ, পলক-বিহীন—চমৎকার,
আয়ত-আঁখির পল্লবে দোলে অশ্রু ভার,
শিশিরের ফোঁটা পদ্মদলে !
মাধুরী-মাখানো মৌন-মিনতি বড় সকরুণ বড় মধুর,
হোক না সে চোখ তরুণী কিংবা কল্যাণী কোন গৃহবধুর !

বন্ধন

বন্ধন যদি নব-নব রূপে হয়ে ওঠে রমণীয়,
পুরনো পৃথিবী জীর্ণ হলেও হয় তাহা বরণীয় !
এই বন্ধনে বাঁধা পড়ে' আছে যা-কিছু দৃশ্যমান,
সৃষ্টি স্রষ্টা মিশে একাকার, বিলুপ্ত ব্যবধান ।
চিত্র-শিল্পী রেখার বাঁধনে বেঁধে রাখে তার ছবি,
ভাবকে ভাষার-পোশাক পরায় রাত জেগে জেগে কবি
সংসারে বাঁধা পড়ে' যায় দু'টি স্নিগ্ধ সবুজ মন,
জীবনে-জীবনে জড়ানো ছড়ানো মমতার বন্ধন ।

মুশকিল

মনটাকে দেখি সামলানো দায়-
বারণ মানে না মন-কেমন,
ভালো লাগে যারে কাছে চায় তারে
অবুঝ মনের রীতি এমন !

ক্ষণ-দর্শনে ঝরে আনন্দ,
লঘু হয়ে যায় বুকের ভার !
চোখের আড়ালে ভাবনার ঢেউ
আছড়ায় বুকে বারংবার !

অশুভ শঙ্কা দস্যুর মতো
হানা দেয় মনে রাত্রিদিন ,
অনুচ্চারিত ভাবনা আমার
মাথা কুটে মরে বিরতিহীন !

মনের গঠন এমনই যখন
জানি দুঃখের অন্ত নেই ;
বেদনার বোঝা ভারী হয় তবু
ধরা দিই ফিরে বন্ধনেই !

যতো সুকঠিন হয় সে বাঁধন
ততো বেশী মন-কেমন করে ;
মাটির প্রদীপে ক্ষীণ দীপ-শিখা
জ্বলি এক কোণে মাটির ঘরে !

কবিতার আয়নায়

রাখার মতন সঞ্চিত কিছু ছিল না তার,
সে যেন পুরনো তার-ছেঁড়া এক সুরবাহার !
পরিচয় তার জানেনি কেউ,
অন্তরে তার দোলা দিয়ে গেছে অনেক ঢেউ !
সে হ'ল আজকে অনেক দিন,
তার কৈশোর যৌবন আজ কোথা বিলীন !
সে শুধু রেখেছে নানা ধরনের আয়না কিছু,
মাঝে-মাঝে দেখি এখনও ছুটছে তাদেরই পিছু !
নেড়ে-চেড়ে দেখে, তুলে রাখে ফের, বিমনা হয়,
চোখে মুখে তার ফুটে ওঠে যেন কী বিস্ময় !
হারানো নিজেকে সে কি শুধু দেখে দু'চোখ ভরে ?
স্মৃতির-ভ্রমর গুন্-গুন্ ক'রে কেবলই ঘোরে ?
তার আয়নায় পড়ে না দেহের প্রতিফলন,
পড়ে তার ভাব আর ভাবনার ছন্দশিহর সঞ্চরণ !

অরণ্য নয় বসুন্ধরা

সুন্দর এই পৃথিবীর বুকে কালিমা-চিহ্ন আঁকা কি ভালো ?
তবু কালো ছাপ ভেসে-ভেসে ওঠে এখানে-ওখানে ইতস্তত:,
মহাপুরুষের উপদেশ-বাণী মিলায় শূন্যে বারংবার,
দমকা বাতাসে নিবে যায় দীপ, নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার,
প্রলেপে-প্রলেপে চাপা পড়ে যায় দগ্‌দগে রাঙা-চিহ্নক্ষত,
অন্তর-ই যদি হয় অরণ্য, মিছে কেন ঘরে প্রদীপ জ্বালো ?

* * *

স্বার্থের ভার ভারী করে আর দিও না বিবেক জলাঞ্জলি,
বিষবৃক্ষের রোপন নয়কো—ফুলের ফসলে ভরাও ধরা,
মনোমন্দিরে কর প্রতিষ্ঠা প্রীতির প্রদীপ অনির্বাণ—
সার্বিকহিত-উদ্দীপনায় থাকুক চিত্ত স্পন্দমান ;
মানুষে বক্ষে ধারণ করেই ধন্য হয়েছে বসুন্ধরা,
মাটির পৃথিবী শ্বাপদ পূর্ণ নয় অরণ্য—বনস্থলী !

আবর্জনা বর্জন

আকাশখানাকে ছোট ক'রে ক'রে
ঘরের পরিধি করেছ বড়ো,
জঞ্জাল তাই হয়েছে জড়ো।
দিশাহারা হয়ে ছুটে চল তুমি যেখানে—
মনের মানিক মেলে না বন্ধু সেখানে,
বেদনার ভারে বার বার ভেঙে পড়ো।

মনের আকাশ কর প্রসারিত,
খণ্ডিত তারে ক'রো না ;
সঞ্চয় কিছু করিবে বলিয়া
ধূলি দিয়ে মুঠি ভ'রো না।
যা পেয়েছ তার দাও সম্মান,
জীবন জয়ের ওড়াও নিশান,
মর্ত-মরুর উষর বক্ষে স্বর্গ-সুষমা গড়ো,
ভিতরে বাহিরে ক'রো না বন্ধু আবর্জনারে জড়ো।

মাটির মায়া

কত রাত্রির নিবিড় আঁধার দেখেছে এ-দু'টি চোখ,
কত শরতের মধু-প্রভাতের হিরণ সূর্যলোক,
কত বসন্ত ফুল সম্ভারে জানালো সম্ভাষণ,
দূর-আকাশের লক্ষ তারার মৌন-নিমন্ত্রণ
গ্রহণ ক'রেছে স্পর্শ-কাতর আমার সবুজ প্রাণ,
পড়েনিক ধরা আকাশে মাটির নিঃসীম ব্যবধান।
মোহ-আবিষ্ট সে মনের আজ ঘটেছে বিপর্যয়,
কল্প-লোকের বন্দনা তাই বড় মেকী মনে হয়।
আজো আছি আমি এ মাটির টানে এ নহে অর্থহীন,
মাটির সঙ্গে মিশে যেতে আছে জানিনাকো কতদিন।
জীবনের কূলে স্থির হ'য়ে ব'সে গাহি জীবনের গান,
পৃথিবীর সাথে ছাড়াছাড়ি হবে ?—জেগে ওঠে অভিমান!
ব্যর্থ নিশারে সার্থক করি আশার প্রদীপ জ্বেলে',—
জানিনা কী চাই, শুধুই তাকাই নির্বাক আঁখি মেলে!

লেখন, পৌষ, ১৩৫৩

ঘুম

ক্লান্ত দু'চোখে ঘুমের জড়িমা জড়ায়ে-জড়ায়ে যায়—
জোরে চেপে ধরি বক্ষে প্রিয়ারে অহেতুক শঙ্কায় !
তন্দ্রার ঢেউয়ে ডুবে যায় সব বিস্মরণের তলে,
মনে হয় যেন ভেসে-ভেসে চলি অথৈ সাগর জলে !
ভয় হয় যদি না ভাঙে এ-ঘুম নবীন সূর্যালোকে,
এ-ধরণী যদি নাই ভেসে ওঠে উৎসুক দু'টি চোখে,
প্রিয়ার-কণ্ঠ-ঘেরা-বাহুপাশ যদি বা শিথিল হয়,
ক্ষীণ-চেতনায় জেগে ওঠে তাই সন্দেহ সংশয় !
তবু নিয়তই দু'টি চোখ যাচে ঘুমের-ঘোমটাখানি,
ও যেন শীতল হিমানী-পরশ মৌন-আশীর্বাণী !
তন্দ্রায় চোখ থাকুক জড়ানো আরো আরো কিছুখন,
সুপ্তির সাথে শান্তি মেশানো, জ্বালা-ঘেরা জাগরণ।
যত আলোড়ন চিত্তের হোক ক্ষণকাল অবসান,
বৃথা মরে যাক অবুঝ প্রিয়ার দুর্জয় অভিমান !
নিবেছে প্রদীপ—রাত্রি গভীর—চারিদিক নিঃঝুম
অন্ধকারের চেয়ে ঘন হ'য়ে নামুক দু'চোখে ঘুম।

রাতের বুকে

নির্জন ঘর—প্রদীপ দিয়েছি নিবায়ে,
শ্রান্ত শরীর বিছানায় রাখি বিছায়ে।
বাদলের রাত কাটে একা বসে' বিজনে,
চোখে নেই ঘুম কবিতা-কুসুম সৃজনে ;
চির-ক্ষুধাতুর অন্তরটা যে কি চাহে
জানিনে, ছুটিনে ভুলেও কাহারও পিছনে।

বাতাসের বুকে বিরহীর বাঁশি শুনেছি,
বক্ষের তাল কান পেতে বসে গুনেছি !
এসেছিল—ভালবেসেছিল বন-হরিণী,
পাছে ব্যথা লাগে সেই ভয়ে তারে ধরিনি !
দিন রাত শুধু স্বপ্নের-জাল বুনেছি—
ক্ষণ বয়ে গেছে—তবুও খেয়াল করিনি !

সেই এক ঠাঁয়ে রয়েছি আজিও দাঁড়ায়ে,
সমুখে চলিতে পারিনি পা-দু'টি বাড়ায়ে !
গত-সুখ স্মরি' করিনিক অনুশোচনা,
মনের আকাশে হয়নি মলিন জোছনা !
শুধু ক্ষণে-ক্ষণে নিজেরে যে ফেলি হারায়ে-
কথা গেঁথে করি কবিতার-মালা রচনা।

ভয় নেই কোনো—একটুও নেই মরণে,
ছুটি নিতে চাই—কে যেন জড়ায় চরণে !
ভেবেছি অনেক ছিঁড়িব বাঁধন—পারিনি,
কল্পিত-কথা-মালা-গাঁথা আজও সারিনি !
নিখিলের রূপ লাগে অপরূপ নয়নে,
পৃথিবীর মায়া এমনি কি মনো-হারিণী !

উদয়াচল, ফাল্গুন, ১৩৪৮

জীবন-সেতু

জন্মের আর মৃত্যুর মাঝে সেতুটি মন্দ নয়,
কারিগর, তুমি শিল্পী মহান্, তোমারি হউক জয়!
এ-সেতুর বুকে ভর ক'রে আছে কত বিচিত্র ভার,
বক্ষে তাহার দোলা দিয়ে গেছে কত ঢেউ ঝঙ্কার!
আশা-হতাশার ঘাত-প্রতিঘাতে নব-নব বিস্ময়
জীবন-সেতুর চূড়ায়-চূড়ায় হ'য়ে ওঠে বাঙ্‌ময়!
ব্যর্থতা আর সার্থকতার জোয়ার ভাঁটার-টানে
ভিতরকারের 'আমি'রে কেন্দ্র-বিন্দুর দিকে আনে!
এক নিশ্বাসে বিশ্বাস আসে—সংশয় যায় টুটে,
অন্ধ-মনের অন্ধকার আর মরেনাকো মাথা কুটে!
ফিরে পায় চোখ নতুন আলোক, হয়ে ওঠে চঞ্চল,
ধীরে-ধীরে বুঝি চোখ মেলে তাই জীবনের শতদল!

এ-সেতুর বুকে কত আনাগোনা, কত স্মরণের ছাপ,
কত বসন্ত রেখে গেল হেথা ব্যর্থতা অনুতাপ!
কত শরতের সমারোহ আছে জীবনের বুক জুড়ে,
কত বরিষার ব্যাকুল-বেদন আকুল আবেগে ঝুরে!
হায় জাবনের বিচিত্র গতি, বিচিত্র তার রূপ,
প্রতি মুহূর্ত্তে পুড়ে-পুড়ে যায় দেহ ও মনের ধূপ!
তবু এ-জীবন বড় ভালো লাগে, প্রাণপণে রাখি ধরে,
মাটির সঙ্গে গেরো বেঁধে দিই তাইতো দ্বিগুণ জোরে!

পৃথিবীর প্রেম

সূর্য, তোমারে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী যে ঘুরে মরে,
তোমার ঘূর্ণাবর্তে আছে কী নিষ্ঠুর মোহ-জাল!
দয়িতা তোমার বাঁধা পড়ে গেল আজ নয়, চিরতরে,
আগামী দিনেও কাটিবে না তার আবর্তনের তাল!

ঘুরিছে পৃথিবী বিরাম-বিহীন—তবু নাই তার ক্লেশ,
আলো—আঁখি-শর নিত্য শাণিত বেঁধে বুক পঞ্জর।
তীর হেনে-হেনে তূণীর তোমার হয় যদি নিঃশেষ,
তনুতে তাহার রবে সজীবতা, হবেনাকো জর্জর!

অন্ধ-প্রেমের আকুতি রয়েছে আবর্তনের মাঝে,
ধার-করা ওই বহ্নি সেবায় আজো সে দীপান্বিতা!
আলোক-বীণার ঝঙ্কার তার বক্ষের তালে বাজে,
পরিক্রমার পিছনে রয়েছে অন্তর গর্বিতা!

ভালোবাসা তার ব্যবধান রেখে অকারণ ঘুরে মরা;
কেন্দ্র-বহ্নি ক্ষুধাতুর বুকে তরল জীবনঝারি!
প্রণয়-লীলার শাশ্বত-রীতি জানায় বসুন্ধরা,
সূর্য, সুদূরে থাকোনাকো কেন তবু একান্ত তারি!

নিষ্ঠা-প্রমাণ দিলে যা পৃথিবী দাম তার দিলে কই
অন্তরে যার ঝঙ্কৃত শুধু আলোকের জয়গান?
পৃথিবীর সাথে আমি কবি তার সুখ-দুখ সবই বই,
উষ্ণ-শীতল দেবতার পায়ে সুচির আত্মদান!

অবসর

কী যে আমি চাই তার চাইছ আভাস ?
—ঘেরা-ঘরে মন ভার, চাই এক-টুকরো আকাশ,
মাঝে-মাঝে গায়ে এসে লাগুক বাতাস !

চুপচাপ চেয়ে রব বিনা কারণেই,
এলোমেলো ভেবে যাবো নেই কোনো খেই,
ছোটো নদী ছুটে যাবে ঠিক সামনেই !

মনে হবে যেন মনে নেমে এলো জ্বর,
আকাশের রং সেও কেমন ধূসর,
অন্ততঃ এক দিন এলো অবসর !

কেউ নেই—একা আমি—চারিদিক ফাঁকা,
আকাশের বুকে চিল মেলে দেবে পাখা,
দল বেঁধে উড়ে যাবে সাঁঝের-বলাকা !

দেখবো তু'চোখ দিয়ে ভেসে চলে মেঘ,
জল-ভরা বুকে তার জমাট-আবেগ,
থাকবেনা ছিঁটে-ফোঁটা মনে উদ্বেগ !

পরিচিত ছবিগুলো ফিকে হয়ে যাক,
দেখবো আকাশ, আর চাইব অবাক,
কেউ যদি আসে—যেন থাকে নির্বাক্ !

এই যে চাইছি—এর নেই কোনো মানে ?
—মানে আছে, সে আমার নিজ অভিধানে !

যাযাবর

সীমাহীন ধু ধু পথ—
সঙ্গী এ নিঃসঙ্গ জীবনে পরমাত্মীয়বৎ!
ও যে কানে-কানে দিয়ে গেছে মোরে সুদূরের আহ্বান,
বাঁধন ছেঁড়ার সহজ সরল মন্ত্রের সন্ধান!
তাইতো পথের ধুলিশয্যায় লুটাই ললাটতল,
ওরি বুকে বুক দিয়ে পাই মনে শক্তি সাহস বল!
ছায়া-সুশীতল পথের প্রান্তে চলমান এই ঘর
বাঁধি আর ফের ভেঙে দিই তারে, অস্থির যাযাবর!

—অস্থির যাযাবর,
ভবঘুরে বটে, ভণ্ড নইকো, নই হীন বর্বর!
ছোট মন নিয়ে বিরাট বাড়ীর দেয়ালের বেড়াজালে
মেকী-মানুষের ভুয়ো-দর্শন নিরাশার দীপ জ্বালে!
পাথরে তৈরী প্রাসাদ কক্ষে নাই জীবনের সুর,
মাথা খুঁড়ে মর, দেখা পা'বেনাক সহৃদয় বন্ধুর!
ভালো-মানুয়ের খোলস-জড়ানো যত সব শয়তান
লোকের চোখের আড়ালে-আড়ালে ছুরিকায় দেয় শান্

নোংরা যে ভারী ঘর,
ওখানে আপন নয়কো কেহই, সবাই আসলে পর!
বাতাস ওখানে দূষিত ভীষণ, গরলের উদ্গার,
স্বার্থ-অন্ধ পুরুষ নারীর কোলাহল চীৎকার!
ওখানে নাইকো উদার হৃদয়, মমতার বিকিকিনি,
মরুভুর বুকে মেলে কি কখনো স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী?
ফুলের-ফসল ফলে না ওখানে, ভুলের-ফসলই সার,
পূর্ণিমা-চাঁদ ওঠেনা সেখানে গহন অন্ধকার!

—পথে তাই বার হই,

পথই দেবে মোরে পথ-নির্দেশ, জীবনের সাথী ওই!

মাথার উপরে মুক্ত আকাশ, নিম্নে ধরণীতল,

আমি চলে যাব বিরাম-বিহীন—চিরদিন চঞ্চল!

পিছনের পানে চাহিবনা ফিরে, সম্মুখে চাহিয়া রব,

এ চলার-পথ ফুরুবে যেদিন হাসিমুখে ছুটি লব!

আমারে বিদায় দিতে কারো চোখ করিবেনা ছলোছল,

শুধু ঐ মূক বন্ধু আমার হবে ঠিক চঞ্চল!

আত্মসমর্পণ

তোমার কাছে আমার কিছু নাইকো অগোচর,
আপনারে আজ বিলিয়ে দেবার এইতো অবসর !
তোমার মিলন-রাখীর ডোরে
বাঁধো আমায় নিবিড় করে',
মনের শাখে দুলিয়ে দোলা দোলাও নিরন্তর !
তুমি আছো, তাইতো আমার ভুবন আছে ভরে',
রূপে-রসে গন্ধে-গানে তোলো মধুর করে' !
এই জীবনের সব কিছুরে
এক করে দাও তোমার সুরে,
শ্রাবণ ধারার মতন সোহাগ পড়ুক ঝরে' ঝরে' !
জড়িয়ে শাখে পাকে-পাকে ওঠে যেমন লতা,
নীরবতার ভিতর দিয়ে জানায় মনের কথা,—
ঐ যে মিলন কায়ায়-কায়ায়,
পাতায়-পাতায়, ছায়ায়-ছায়ায়,
তোমায় ঘিরে অমনি আমার ফুটতে আকুলতা !
ধরা দিলেম, কই সে তোমার সোহাগ পরশন ?
বাঁধন হারা শান্তি-সুধার কই সে বরষণ ?
চম্‌কে যে চাই ঘুমের মাঝে,
—শুনি তোমার কাঁকন বাজে,
প্রাণের পরে গানের মতন বাজে অনুক্ষণ !
বাজো প্রতি শিরায়-শিরায় জাগিয়ে চেতনা,
স্পর্শে তোমার ঘুমিয়ে যাবে সকল বেদনা !
দূরের তুমি—বুকের তুমি,
দুখের তুমি—সুখের তুমি,
তোমার আমার এই পরিচয় আজকে সে তো না

তাইতো বাহু বাড়াই আগে অসংকোচে আজ,
আলো ছায়ার খেলা এখন—সকাল, না, এ সাঁঝ !
জীবন-মরণ তোমার করে,
আমার চোখে স্বপন ভরে,
এসো কবির ভুবন রচি, এইতো শুধু কাজ !

সেনেট হল

ভূকম্পনের দারুণ দোলায় একখানি ইঁটও পড়ে নি খসে',
গাঁইতা শাবল হাতুড়ির ঘায় মোটা-মোটা থাম পড়েছে ধসে' !
হায় বাংলার সেনেট হল,
চঞ্চলমতি মানুষ তোমারে দিল না থাকিতে অচঞ্চল !
তোমার বিলয় এ তো শুধু নয় পুরাতন কোনো সৌধ-শেষ,
ঐ বেদীতল জ্বেলেছে অনল জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নির্নিমেষ !
কত মনীষীর মনীষা-দীপ্ত বাণী-মুখরিত হর্ম্যতল,
পাদ-পীঠ যার স্পর্শে ধন্য সরস্বতীর শ্বেতাঞ্চল,
কোটি ছাত্রের হাসি-অশ্রুর স্মৃতিবিজড়িত অট্টালিকা,
ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায় ঐ—এই ছিল তব ভাগ্যে লিখা !
অতীত সাক্ষী সেনেট হল,
তোমার বিলোপ ঘটাতে হয়নি অভাব দেখাতে যুক্তি ছল !

সৌধমিনার ভেঙে চুরমার চিত্র তোমার রহিবে আঁকা,
মমির মতন স্ফটিকাবরণে মডেল তোমার থাকিবে ঢাকা !
কায়ার বদলে নকল ছায়া
দেয়ালে দোলাবো, মনেরে ভোলাবো মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা মায়া !
তোমার সমাধিভূমির উপরে উঠিবে গগনচুম্বী কোঠা,
নূতন যুগের নূতন রুচির বহুবিচিত্র বর্ণফোটা।
অশরীরী রূপে তুমি রয়ে যাবে পুঁথির পাতায় উল্লিখিত,
অনাগত দিনে বাঙালী-চিত্ত হবে না কিছুই উদ্বেলিত
বিনাশে তোমার, দেখেনি যে তারা ধীরগম্ভীর মূর্তি তব,
তাদের দু চোখ ঝলসিয়ে দেবে নব-নিকেতনে ভঙ্গী নব !
বিপুলা পৃথ্বী, অসীম কাল,
স্বপ্ন সত্য হয় এক যুগে, আর যুগে ছেঁড়ে স্বপ্নজাল !

উর্বশী

উর্বশী, তুমি নৃত্য থামাও, প্রমোদের রাত হয়েছে শেষ,
তব কটাক্ষ সংযত কর, ছুঁড়েছো অনেক তীক্ষ্ণ শর।
সম্মোহনের বিদ্যুৎ-মেশা বেঁধে নাও তব ছড়ানো কেশ,
ছন্দ-চটুল চরণে চ'লোনা সুন্দরী তুমি অতঃপর।

একদা তুমি তো পুরুষের বুকে ফেনায়ে তুলেছ রক্তধারা,
উন্মনা মন, মেখলা তোমার খসে' গেল যবে আচম্বিতে।
তোমারে পেল না, তবুও তাহার চিত্ত যে হ'ল আত্মহারা,
অপলক দু'টি মুগ্ধ নয়নে কী মায়া বিছালে অসংবৃতে।

শত পুরূরবা কাঁদিয়া মরুক, তুমি থেকো তবু স্পন্দহীন,
দর্পণে নিজ ছায়া দেখো শুধু, সাক্ষী—কনক-প্রদীপখানি।
কামনার ঢেউ যদি ওঠে মনে, হোক সে সকল স্বপ্ন-লীন,
তৃপ্তি-বিহীন দয়িত তোমায় কঁতুক সুরের আঘাত হানি।

নবরূপে তুমি বিকশিত হও, পুষ্পের মত নহেক আর,
অতি লঘুভার চরণ তোমার রেখনা রক্ত-পদ্ম মাঝে।
গ্রীবা-ভঙ্গিমা মানাবেনা আজ, দিওনা কণ্ঠে মুকুতা-হার,
বরতনু যার স্বর্ণে রচিত মনি আভরণ তারে কি সাজে?

আগুনের মতো একবার তুমি জ্বলে ওঠো দেখি হে সুন্দরী,
হেম-কঙ্কণ ছুঁড়ে ফেলে দাও, করে তলোয়ার উঠুক বেজে।
অত্যাচারের ফেনিল গরল কানায়-কানায় উঠেছে ভরে,
পাপের পসরা ছাই করে দাও তব নয়নের দীপ্ত তেজে।

উল্কার বেগে তুমি ছুটে চল বিশ্ব-বাধারে, দু'পায়ে দলে'
যা-কিছু শ্রীহীন কর্মো অবসান, প্রলয়-সলিলে ডুবাও তারে।
পুরানো-ধরার নূতন-আকাশে নবীন সূর্য উঠুক জ্বলে',
অনাদি উষার মাথার মুকুট যাক ডুবে যাক অন্ধকারে!

মনে রাখে কে !

লক্ষ পায়ের ছাপ পড়েছে যে পথে—
সে কি কভু মনে রাখে একটি বিশেষ ?
যত কণা ঝরে জল শত চোখ হতে—
রজনীর কালো বুকে স্মরণ-নিমেষ।

জীবনের খোলা পথে যত আনাগোনা,
ক্ষণিকের আলাপন, চকিতে উছল
চিত্তের বেলাভূমি—স্মৃতি-রেণুকণা
রাতের স্বপন যেন, মিলায় সকল !

বোঝেনা অবুঝ মন জগতের রীতি
পদে-পদে অভিমান জাগে সেই ভুলে !
ধরিয়া রাখিতে চায় প্রেম আর প্রীতি—
গন্ধে বাঁধিতে চায় মনের মুকুলে।

প্রয়োজন শেষ হলে গাছ ভোলে ফুল
প্রকৃতির গড়া মনে হবে শুধু ভুল ?

রেলগাড়ি চলে

জীবনের রেলগাড়ি চলে, ছুটে চলে—
কে জানে কোথায় হবে এ চলার শেষ!
ভিড় করে দিন রাত লোক দলে-দলে
ভাল লাগে তবু সেই প্রিয়-পরিবেশ।

আসা-যাওয়া নিতি-নিতি চলে অবিরাম,
দামী খুব ক্ষণিকের সেই পরিচয় ;
কারো স্মৃতি মনে থাকে, কারো ভুলি নাম,
জীবনের নাটকের এ-তো অভিনয় !

স্মরণের আবরণে যারে রাখি ঢাকি,
হয়তো বা তারি বুকে আছে বেশী ফাঁকি !

ক্ষতি নাই, কিছু তাতে ধরি নাকো দোষ,
সবার সমান দাম নিকটে যাহার
প্রতিকূলও প্রিয় তার, নাহি আফশোষ
নিঃস্ব হলেও তবু বিশ্ব তাহার।

আশাবাদী

ভাগ্যের সাথে লড়েছি অনেক, ছাড়িনি হাল,
আজকে না হোক, কালকে তো হবে রাত সকাল,
'আজ' তোমাদের আর আমাদের 'আগামী কাল'

আগামী কালের দিনগুলো আগে হাত বাড়ায়,
ঘুণ-ধরা এই বর্তমানের ভিত্ নাড়ায়,
সাড়া পড়ে' খেছে এখানে-ওখানে,—সব পাড়ায়

দাঁড়িয়ে উঠেছে যতো হতভাগা কাঁক-ভাঙ্গা,
সাগর সাঁতরে পেলো যেন তারা আজ ডাঙা,
উড়ে গেছে মেঘ আকাশে তাদের, দিন রাঙা !

রাঙা দিন ঐ মুঠো ভরে'-ভরে' আলো ছড়ায়,
রোদ ঢেলে-ঢেলে অন্ধকারের গুহা ভরায়,
যুগের সূর্য জ্বলে জ্বল্-জ্বল্, হাসি ঝরায় ।

ঐ হাসি লেগে মরা মানুষের হাসি ফোটে,
ঘুম-ভাঙা যতো ক্লান্ত চোখের ঘুম ছোটে,
ঘুম ছোটে আর রক্ত-কমল ফুটে ওঠে !

আশা বুকে বেঁধে বাসা বাঁধি তাই আমরা সব,
নিম্নে পৃথিবী, ঊর্ধে আকাশ, মাই বিভব,
আমাদের কাছে নাইকো কিছুই অসম্ভব !

ভিখারী

এক ভিখারীর সকরুণ চোখে হাজারো ভিখারী ভাসে—
হাজারো বুকের হাহাকার ওঠে একটির নিশ্বাসে।
কঙ্কাল-সার তনুর আড়ালে কোটি কঙ্কাল ঘোরে,
এ মাটির টান কতদিন আর রাখিবে ওদের ধ'রে ?
হায়রে ভাগ্য! —খাবার ছড়ানো—ওহাতে পক্ষাঘাত,
মাথা গুঁজিবার ঠাঁই চিরদিন পথ আর ফুটপাত!
আলো-কমে-আসা চোখে ফুটে ওঠে ক্ষুধা সে বিশ্বগ্রাসী,
ভাবে প্রাণপণ—হয়না স্মরণ—কবে ফুটেছিল হাসি!

এরা কোনোদিন পাবে না কিছুই, চিরদিন চেয়ে যাবে ?
একই আকাশের তলায় কেহ বা পাওয়ার অধিক পাবে—
প্রতি মুহূর্ত্ত ভোগ ক'রে নেবে বিলাসে-ব্যসনে কত ;
ও দিকে ছ'চোখ ফিরাবে না তবু,—পথের-কুকুর যতো
পথে মরে' যাক,—ক্ষতি কি বা কার ?—ছুনিয়ার ধারা এই,
এ কি নিপীড়ন—এ কি গো দহন—ভগবান, তুমি নেই ?
—তোমার রচিত এই পৃথিবীরে ক'রে দাও তুমি লয়,
সব মুছে দিয়ে আকাশের বুকে এঁকে দাও বিস্ময়!

আজ ও আগামী কাল

নীলাকাশ হোল লাল,
দিনে-দিনে বাড়ে হিংসার বিষ, পৃথিবীর জঞ্জাল!
অহেতুক সন্দেহ
আজো ঘিরে' আছে মানুষের মন—নাহি প্রেম, নাহি স্নেহ
স্বার্থেরে দিতে বলি
শিখিল না হায় আজিও মানুষ—মানুষ নামেই বলি!
কারো পেটে নেই ভাত,
সুবিধা সুযোগে আবার কেহবা ভারী ক'রে নিল হাত!
সাম্য মৈত্রী শেষ,
নতুন বনেদে গড়িতে হইবে আগামী দিনের দেশ!
সবার সমান দাম—
এক-তালিকায় লিখিতে হইবে খ্যাত-অখ্যাত নাম!
ধনিক-শ্রমিক ভেদ
লুপ্ত করিতে রচিতে হইবে নতুন-জীবন-বেদ!
আসিছে আগামী কাল,
পাড়ি দিতে হ'বে—লক্ষ্য সুদূরে—হুঁসিয়ার ধ'রো হাল!

পার্থ-সারথি, জাগো

বিষ-নিশ্বাসে বিষিয়ে উঠেছে পৃথ্বী
যন্ত্র-যুগের পরিণাম একি সত্য !
বেপথু বিশ্ব— বাসুকি নড়ালো ভিত্তি !
সংশয় আনে—বিজ্ঞানে অনুরক্ত
প্রগতি-পন্থী মানিবে না এই যুক্তি,
বিপরীত ভাবে—বিশ্বাস-বাদে ভক্ত ;
ভাব-বিপ্লবে কবি-মন মাগে মুক্তি—
নীল নেই নভে—রক্ত শুধু যে রক্ত !
কৃত্রিমতার মৃত্তিকা-মাখা সব যে—
যশ-লোভী কবি— রচনা অসংলগ্ন,
ভাবের দৈন্য— উৎকট-রস পন্থী ;
জলের লিখন— মুছে যাবে আঁকা সব যে !
পার্থ-সারথি, জাগো—কিসে আজ মগ্ন ?
বাঁচাও সত্যে—কোরো না স্বেচ্ছা-সন্ধি।

অবাঞ্ছিত

তোমারে দেখেছি আমি এই তো সেদিন,
তেরোশো পঞ্চাশ সাল— মনে আছে ঠিক !
দোরে-দোরে ঘুরেছিলে বসন মলিন,
কী কাতর অনুনয়ে মেঙেছিলে ভিখ !

অর্থলোভী পিশাচের খোলেনি দু'চোখ,
তোমারে দিলনা,—নিজে নাড়ালো বিভব !
ফিরালোনা একবারও চোখের পলক,
রহিল দু'পাশে পড়ে' সারি-সারি শব !

আসিবে আবার তুমি ?—লাগে শিহরণ,
দেখিতে চাহি না আর জীবনে মরণ !

দূরে সরে' যাও তুমি, তুমি অবাঞ্ছিত,
অভিশপ্ত দু'টি বাহু বাড়ায়োনা আর !
কী হ'বে তাদের মেরে যাহারা বঞ্চিত,
যাদের আকাশ ছেয়ে নিবিড় আঁধার ?

তুমি মাটির মেয়ে আমি মাটির ছেলে

তুমি মাটির মেয়ে, আমি মাটির ছেলে,
আমি ডেকেছি বলে' তুমি এগিয়ে এলে।
আমি দিলেম ধরা, তুমি ধরলে মোরে,
তব কবরী হ'তে গেল কুসুম ঝরে,
সেই ফাগুন রাতে ;
আজ পূর্ণিমাতে
তাই পড়ছে মনে গত দিনের কথা,
তুমি সেদিন ছিলে ভীরু লজ্জানতা !
দুটি চক্ষে তব
ছিল স্বপ্ন নব,
তা'রে দেখেছি আমি আঁখি- প্রদীপ জ্বেলে,
তুমি মাটির মেয়ে, আমি মাটির ছেলে !

আমি মাটির ছেলে, তুমি মাটির মেয়ে,
পড়ে সুরের ধারা তব শরীর বেয়ে !
দেখি আমারও দেহে মৃদু শিহর লাগে !
বুঝি মনেরি বনে রাঙা- কমল জাগে !
সে কি নবানুরাগে
তব পরশ মাগে ?
মম চিত্ত-চকোর ফিরে তোমারি আশে,
আজো আগেরি মতো চাঁদ আকাশে ভাসে ;—
চাঁদ আকাশে আঁকা,
মায়া- মাধুরী মাখা ;
আছে স্বপ্ন তোমার মম নয়ন ছেয়ে,
আমি মাটির ছেলে, তুমি মাটির মেয়ে

শোনো মাটির মেয়ে, এই মাটির ছেলে
কাছে তোমারে পেয়ে নব- জীবন পেলে
তার কামনা যতো হ'ল সফল যেন,
ভাবে রাখবে কোথা এই বিভব হেন !
আজো ভাবছে খালি—
ওগো চাঁদের ফালি,
মনো গগনে তুমি চির দীপ্ত আলো,
তব পাপ্‌ড়ি-ঠোঁটে হাসি ঝলমলালো ;
হাসি একটুখানি,
দিল কত কি আনি,
এলো বন্যা আলোর যেই নিকটে এলে,
তুমি মাটির মেয়ে, আমি মাটির ছেলে !

এই মাটির ছেলে, ওই মাটির মেয়ে,
ফুল ফুটাবে কত সারা ভুবন ছেয়ে !
তুমি ঢাল্‌বে সুধা দিবা রজনী ধরে',
আমি গীতালি নব যাবো রচনা করে' !
ওই সেদিন আসে,
তার স্বপ্ন ভাসে,
তুমি উঠ্‌ছো দুলে ? দুলে উঠ্‌ছে তনু ?
ভারী মিষ্টি লাগে বাঁকা ভুরুর ধনু !
গেছে লজ্জা টুটে,
গালে গোলাপ ফুটে,
তুমি অমন করে' ওকি দেখছো চেয়ে,
আমি মাটির ছেলে, তুমি মাটির মেয়ে !

উপহার

আনিনি বেছে বেছে সুচারু ফুলহার,
চিত্ত বিনোদনে মঞ্জু উপহার !
স্বর্ণ-আভরণ,
রেশমী আবরণ,
মিলিল কই বলো ও-তনুলতিকার ?

ভাগ্য তব প্রিয়া নেহাতই মন্দ যে,
যা-কিছু প্রয়োজনে সতত অন্ধ যে
জীবন-সহচর,
ভরে না অন্তর
সঙ্গ লভি' কাটে জীবনে ছন্দ যে !

আবার সেই ভুল কবিতা অর্পণ,
কথার মালা গেঁথে প্রেমের তর্পণ ।
জলের আল্পনা
সুরের জাল বোনা,
নয় তা গ্রহণীয়—শ্রেয় তা বর্জন ।

তবুও তুলে ধরি তুচ্ছ উপহার,
বাড়াবে জানি তাতে দ্বিগুণ মনোভার
স্বভাব ছাড়ে না যে,
সুরের বীণা বাজে,
হাসি ও হাহাকারে তুলিছে ঝঙ্কার !

বসন্ত এল ফিরে

বসন্ত এল ফিরে, এল শুভলগ্ন,
আজ কেন তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন ?
কালো-চোখে আলো কই ?
—ভরা-জল—থৈ-থৈ—
কই আঁখি-পল্লবে বাসন্তী স্বপ্ন ?

ফাল্গুনে বনে-বনে শিহরণ জাগলো—
ফাল্গুনী-রঙ-ছোপ্ দেহে-মনে লাগলো !
যাচি প্রেম-বন্ধন,
করে কর স্পর্শন,
ঐ হাতে দাও ফের সেই বরমাল্য !

তুলে ধরো ছায়ালোকে আনত ও-দৃষ্টি
দাও প্রেম, নাও প্রেম—ঝরে সুধাবৃষ্টি !
চারিদিকে দীপ্তি—
তৃষ্ণা ও তৃপ্তি
মায়া জাল বুনে মনে করে মোহ সৃষ্টি ।

আজও দেখ সেই চাঁদ নীলাকাশে উঠছে-
উচ্ছল ছল-ছল নদী-জল ছুটছে !
চলমান পৃথিবীর
বুকে কেউ নয় স্থির,
সকালের কুঁড়ি রাতে ফুল হয়ে ফুটছে !

বসন্ত এল, পাখা মেলেছে বিহঙ্গ-
অঙ্গের অঙ্গনে শিহরে অনঙ্গ !
উদ্দাম উচ্ছল
যৌবন-চঞ্চল
মন যার সেই চায় উষ্ণ-আসঙ্গ !

যদি তুমি আসো

আমি ঘুমে অকাতর—নিঝুম দুপুর,
দৈব ব্যাপার ঘটে যদি তুমি আসো !
প্রসাধন সেরে নিও, দেখাবে মধুর,
মেঘদূত-শাড়ী প'রো—যেটি ভালবাসো !

শিয়রে বসিয়া শিরে রেখো নাকো হাত,
তপ্ত পরশটুকু মিছে মারা যা'বে !
তোমার কী তাতে ?—দেবে আমারে আঘাত,
তা'র চেয়ে পাশে বসে' ধীরে গান গা'বে।

নামিবে আমার চোখে তোমার স্বপন
ভারী ভয়—সংশয়—মিলাবে কখন !

আমি ঘুমে অচেতন, আর পাশে তুমি,
খুব কাছে, ব্যবধান অথচ সুদূর ;
হ'বে মন উন্মন ঘুম-চোখ চুমি' ?
—ক্ষতি নাই, দামী তবু একটি দুপুর !

জীবন অভিসার

সারা পৃথিবীরে পশ্চাতে রেখে' তাকাও দু'চোখ তুলে,'
নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে ফেলে' দাও যাবতীয় বন্ধন ;
একবার শুধু হারাও ও-মন ক্ষণিক-মোহের ভুলে—
বুকে হাত রেখে' অনুভব কোরো হৃদয়ের স্পন্দন !

সারা আকাশের অসীম শূন্যে ভরে' তোলো অন্তর,
শুধু থাক সেথা একটি সূর্য—দীপ্ত সমুজ্জ্বল
চেতনার চির গহন গুহায় ঢুকে' যাক্ আলো-শর,
রক্তে যদি বা দোলা লেগে' যায়—হ'য়ো তবে চঞ্চল !

চকিতে তড়িৎ চমকায় যেন দৃষ্টির বিনিময়ে,
চল-চঞ্চল প্রতিপদ পাতে অঞ্চল পড়ে খসে',
সংকেত-মাখা থাকে যেন দু'টি উজ্জ্বল বাহুদ্বয়ে,
যদি ভালো লাগে জীবনের গান গেয়ো তুমি পাশে বসে' !

আড়ালে থাকুক বিরাট বিশ্ব বিস্মরণের পারে—
ঝর্ণার মতো তুমি ছুটে' চলো জীবনের অভিসারে !

ভয় করে

ভাবতে তোমার কথা ভারী ভয় করে,
(তোমার কি ভয় করে ভাবতে আমায় ?)
ডাকি যদি আর কারে ওই নাম ধরে',
পড়বো তখন বলো সে কী লজ্জায় !

ভয় করে, স্বপ্নে বা ডাকি যদি ভুলে
পাশ থেকে শোনে যদি আর কোনো জন !
বলতে যা বাধা যদি বলি তা ঘুমুলে,
আমারে ভাববে কী যে সকলে তখন !

সারা মন ঘিরে আজ এ কী সংশয়—
তোমারে পেয়েছি তবু এত কেন ভয় !

সবার আড়ালে তুমি থাকো চিরদিন,
আমার আকাশে হোক্ তোমার প্রকাশ !
গন্ধ তোমার হবে আমাতে বিলীন,
আমি ফুল, আর তুমি ?— ফুলের সুবাস !

মনে হয়

মনে হয়—খালি মনে হয়
কোথায় তোমায় দেখেছি যেন বা,
হয়েছিল যেন পরিচয় ;
মনে হয় ।

দু'টি ঠোঁট চেপে তুমি হাসো, আর
আমি একমনে ভাবি বারে বার—
এই হাসি, এই চোখ-ভরা আলো
দেখেছি একদা, মিছে নয় ;
মনে হয় !

জনতার মাঝে দেখিনি তোমায়,
দেখেছি তোমায় কী জানি কোথায়,
যতো ভাবি ততো ভুলে যাই যেন—
জাগে মনে-মনে বিস্ময় !
মনে হয়

আমারি মনের চেতনার তলে
তুমি ছিলে যেন ঘুমানোর ছলে,
সোনার কাঠির মোহন পরশে
সুপ্তির হ'ল পরাজয়,
মনে হয় !

হঠাৎ কখন তোমার আমার
ব্যবধান ভেঙে হ'ল একাকার,
বাসরের দীপ জ্বলিল সহসা,
কেঁপে ওঠে বুক, জাগে ভয় !
মনে হয়

পেয়ে যদি ফের হারাই তোমায়,
এঁকে যাবো ছবি শুধু কবিতায়,
আমি কবি, তুমি কবিতা আমার—
দু'জনার এই পরিচয়
মিছে নয়!

আজ

আজকের তুমি আজকের আমি থাকবো না চিরকাল—
এই বন্ধন-জাল
যদি ছিঁড়ে যায়, যদি নিবে যায় আজকের এই আলো,
প্রতি মুহূর্তে তাইতো তোমায় কাছে চাই, বাসি ভালো,
ভীরু চাহনির অবসান হোক—দু'চোখে প্রদীপ জ্বালো!

আজ দু'জনার ভিতরে বাহিরে সঞ্চরে সাত সুর—
সেই সুরে ভরপুর
দেহ মন যদি নাই থাকে আর আগামী দীর্ঘ দিন,
তাইতো তোমার অন্তরে মন-সুরভিরে করি লীন;
ভয় হয়, যদি এ জীবনও হয় একদা ছন্দহীন!

আমাদের চোখে ফোটায় জ্যো'স্না দীপ্ত নীলাম্বর,
সারা দেহ ভাস্বর!
আজকের দিনে এ-চোখে যদি বা ঝরে এক ফোঁটা জল,
শোক-শুক্তির নহেক মুক্তা—ফুল্ল-প্রেমোৎপল;
যৌবন-লীলা-অভিনয় ফোটে—অভিমানে উচ্ছল।

সব কিছু মোর আজ নাও তুমি অন্তর তোলো ভরে',
কেন থাকো সরে'-সরে'?
নিঃশেষ করো আমারে, চিত্তে রেখনা কোথাও ফাঁক,
হয়তো বা পরে জেগে র'বে মনে মধুহীন মৌচাক!
আজকের দিন দিনের খাতায় উজ্জ্বল হ'য়ে থাক!

পাখা মেলে দেবো

পাখা মেলে দেবো আমরা দু'জন মুক্ত-পাখির মতো,
বিস্মিত-চোখে তাকাবে সতত মাটির-মানুষ যতো !
তুমি থেকো শুধু মোর পাশে-পাশে,
কথা ক'য়ো চোখে ইশারা আভাসে,
গুণ্ঠন যদি ওড়ে বা বাতাসে হ'য়ে না লজ্জানত ;
আমরা দু'জন পাখা মেলে দেব মুক্ত-পাখির মতো !

বিধি-নিষেধের বন্ধনে মোরা মানবোনা পরাজয়,
অন্তরে আজ এ কী উতরোল— কাল-বৈশাখী বয় !
সুদূরের ডাক্ কান পেতে শোনো—
সংকোচ কেন ?—ভয় নেই কোনো,
ভাবনার-জাল মিছে তুমি বোনো, মিছে মনে বিস্ময় !
মানবোনা মোরা বিধি-নিষেধের বন্ধনে পরাজয় !

ধূলির ধরার উর্ধে আমরা পাতিব সিংহাসন,
কল-কোলাহল নাহিক সেথায়, চারিধার নির্জন !
গ্লানিময় মন-প্রাণ হেথাকার,
নতুন জীবন লভিবে আবার,
ফূটিবে আলোক, টুটিবে আঁধার, নির্মল হ'বে মন ;
আমরা পাতিব ধূলির ধরার উর্ধে সিংহাসন !

ঐ দেখো হোথা সবুজ-গালিচা, নীল-চাঁদোয়ার তল,
আকাশেতে আঁকা চাঁদ, নীচে বাঁকা-নদী-জল কলোকল ;
বলাকার শ্রেণী মালা গেঁথে চলে—
তারি ছায়া দোলে নদী বুকেজলে,
ছোট ঢেউগুলি উছলে-উছলে, আঁকা-চাঁদ অচপল,
বাঁকা-নদী নীচে এঁকে-বেঁকে চলে—নটিনী সে চঞ্চল !

চলো সেথা যাই আমরা দু'জন লোকালয় থেকে দূর
প্রসাধনে কোনো কাজ নেই, শুধু এঁকো টীপ সিন্দুর।
আভরণ-হীন সোনার শরীর—
রাতের-কবিতা মরমী কবির,
যদি বা না থাকে আঁচল-জরীর, কণ্ঠীতে কোহিনুর,
কোনো ক্ষতি নাই, তুমি আর আমি রচিব স্বর্গ-পুর।

অনুপলব্ধ মুক্ত-জীবন দু'হাতে জড়ায়ে ধরি'
দূর-দিগন্ত হ'তে টেনে' নেবো উতল-চিত্ত ভরি'।
ক্ষণিকের ভুলে ভুলে যেও সব,
জগতের যতো মিছে কলরব,
আমিও নীরব, তুমিও নীরব, নীরব এ বিভাবরী,
কেটে যাবে রাত, হাতে রাখা হাত, বাঞ্ছিত শর্বরী!

তুমি আর আমি

তুমি আর আমি বড়ো কাছাকাছি ছিলাম সেদিন সন্ধ্যা বেলা,
দেখেছি দু'জনে দু'টি চোখ ভরে আকাশের বুকে আবির খেলা !
বিদায়ী সূর্য আকাশের গায়
রাঙা অনুরাগে মাধুরী মাখায়,
তোমার দু'চোখে চেয়ে-চেয়ে আমি ভাসিয়ে ছিলাম আশার ভেলা,
বড়ো কাছাকাছি তুমি আর আমি ছিলাম সেদিন সন্ধ্যাবেলা !

কামনা-বহ্নি নয়নে তোমার ছিলনা সেদিন, ছিল যে আলো,
স্ফটিক-স্বচ্ছ আয়ত দু'চোখ সরলতা ছাপ মানালো ভালো !
লীলায়িত তব তনু-লতিকার
ফুটে উঠেছিল শুভ্র বাহার,
ললাটে উজ্জ্বল সিঁদুর বিন্দু, থির আঁখিতারা কাজল কালো ;
আমার জীবন যৌবন দিয়ে তোমারে চেয়েছি, বেসেছি ভালো !

হাজারো কথা যে তোমারে সেদিন শোনায়েছিলাম আবেগ ভরে,
চপলতা তুমি ঢেকে রেখেছিলে, অঙ্গে-অঙ্গে মাধুরী ঝরে।
ইশারা তোমার নয়নে অধরে—
সারা দেহ মন চঞ্চল করে,
হারানো দিনের সোনার স্বপন আঁখি-পল্লবে জড়ায়ে ধরে,
উচ্ছল বরতনুতে তোমার রূপলাবণ্য মাধুরী ঝরে।

ক্ষণিকের পাওয়া তবু মনে হয় রয়েছো তো তুমি জীবন জুড়ে—
তন্দ্রার মাঝে জাগরণে মম কবিতায় আর গানের সুরে !
ক্ষণ দরশন পরশন তব,
দিল যে আমারে সুখ অভিনব,
পেয়েছি তোমারে বুকের ভিতরে, ব্যবধান থাক, থাকো না দূরে,
তন্দ্রার মাঝে জাগরণে মম রয়েছো তো তুমি জীবন জুড়ে !

বিদায়ের বেলা 'আসিও আবার'—কয়েছিলে কেন—মিটেনি তৃষা ?
মিলনের শেষে দীপালির শেষ—অনুভব করো বিরহ-নিশা।
মাঝ রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়,
স্বপ্ন আমার যদি বা কাঁদায়,
রাতের আঁধারে উদাস নয়নে যদি কোনদিন হারাও দিশা,
স্মরণে আমার সোহাগ মাখিয়া মিটায়ো ব্যাকুল প্রাণের তৃষা!

পেয়েছো যাহারে অন্তরে, ভালবেসেছো যাহারে চিত্ত ভরে',
ভুজবন্ধনে বেঁধেছো একদা চুম্বনে আঁখি অন্ধ ক'রে,
তোমার চিত্র যা'র আঁখি-কোলে—
ঘুমে জাগরণে নিশিদিন দোলে—
শোনো কান পেতে সে ডাকে তোমায় সেই পরিচিত নামটি ধরে',
ঊষার উদয় হ'বে নিশ্চয় অনাগত কোন রাত্রি ভোরে।

চিন্তার বন্যায়

চিন্তার বন্যায় ভাস্‌ছে মন মোর জম্‌ছে স্বপ্নের চক্ষে ভিড়,
নিঃসীম রাত্রির আর্তনাদ যতো মূর্তি ধরে বাঁধে বক্ষে নীড় !
লুকায় আকাশের লক্ষ নর্তকী, পক্ষ মেলে ধরে অন্ধকার,
অদ্‌ভুত্‌ বিদ্যুত্‌ চকিতে চমকায়, সভয়ে ক'রে দিই বন্ধদ্বার !

বাহিরে বন্ধন-মুক্ত ঝটিকার প্রলয় মাতামাতি জাগায় ভয়,
ভিতরে ঝঞ্ঝার তীব্র আলোড়ন নয়গো বন্ধু এ মিথ্যা নয় !
প্রসারি' হাত দু'টি, এসো গো এসো ছুটি, চিত্ত চঞ্চল, রিক্ত মন,
মত্ত হাহাকার লুপ্ত হোক্‌ দ্রুত, জ্বলুক চক্ষের নীলাঞ্জন !

সঙ্গী-হীন রাত দীর্ঘতর হয়, নয়ন-পল্লবে নিদ্রা নাই,
ভাবনা-সিন্ধুর উর্মি উঠে নামে, চিত্র আঁকি তা'র ছন্দে তাই !
লক্ষ চুম্বনে চোখে কে ঘুম বোনে—কই সে কান্তার বিম্বাধর ?
ব্যর্থ স্বপ্নের অলীক জাল বুনি—উপায় নাই বিঁধে কুসুম-শর !

রক্তে দোলা লাগে—তড়িৎ স্পন্দন—এ কোন্‌ শিহরণে চিত্ত ছায়
হর্ষ-বেদনার যুগ্ম রাগে বুক ভরিল আশা আর রিক্ততায় !
রাত্রি হয় ভোর, ক্লান্তি নামে চোখে, শ্রান্তি হরণের মিতা গো কই ?
দগ্ধ হৃদয়ের বেদনা নিদারুণ নীরবে নির্জনে একাকী বই !

উপহার

কতনা দীর্ঘ দিন হল শেষ গাঁথিতে একটি সুচারু মালা,
কত নির্জন নিশি হ'ল ভোর তুমি তো বোঝনা অবুঝ বালা !
ফুলের মতন কথারে সাজাতে
কত প্রচেষ্টা অক্ষম হাতে,
ঝরে' গেছে ফুল, করেছে আকুল—কুড়ায়ে আবার ভরেছি ডালা,
পলকে দেখেছি ছন্দের ডোরে দোলে অপরূপ কবিতা মালা !

কবিতার হার দিলে উপহার দাম তুমি তার দাও কোনো,
মুঠির মাঝারে ধরা দিলে নাকো—নিলেনা কুসুম, নিলেনা মনও
কী সুর বাজিছে বক্ষে আমার—
ঝরা-পত্রের যেন হাহাকার
সারা বুক ভরি উঠিছে গুমরি', দেহ-মন দিয়ে মিনতি শোনো,
ছন্দমালার দিলে উপহার দাম তুমি তার দাও না কোনো।

—শুধু মালা নয়, ও যে আরও কিছু—হৃদয় রক্ত মিশানো ফুলে,
অনুরাগে রাঙা প্রীতির অর্ঘ একদা দিয়েছি দুহাতে তুলে !
আমি নহি কোন রাজার কুমার,
কোথা পাবো বলো দামী উপহার,
অন্তরতলে ফোটা শতদলে অঞ্জলি দান, গিয়েছ ভুলে,
পড়ে নাই চোখ, করনি পরখ, বক্ষ-বেলাও ওঠেনি দুলে !

ধরেছি তোমার সংকেত-মাখা চোখের চাহনি বিজুরী-ছটা,
ঊর্মি-লহর—ওড়া কালো চুল—শ্রাবণ-গগনে মেঘের ঘটা !
পদধ্বনির ধরেছি আওয়াজ,
ছন্দে-ছন্দে ফেলে সব কাজ,
ধরেছি তোমার হাসির বাহার অধর পেলবে ঈষৎ-ফোটা,
চারু-চরণের চঞ্চল গতি, বসনাঞ্চল ভূমিতে লোটা !

আমার মনের দর্পণে দেখ পড়েছে ও-কার প্রতিচ্ছবি,
এঁকেছি যাহারে আলোকে আঁধারে কল্পনা আর ধেয়ানে লভি' !
চেয়ে দেখ দেখি দু'টি চোখ তুলে,
শিরার শোণিত উঠে কি না দুলে,
কবিতার তলে কা'র আঁখি জ্বলে, কা'র তুমি আর কে তব কবি—
চিনিতে পার কি কবিতা-মুকুরে পড়েছে কাহার প্রতিচ্ছবি ?

তুমি শতদল প্রেমারুণ রাগে ফুটেছিলে মম মানস-সরে,
আমার কবিতা—তোমার ছবি তা', ফিরে দিই তাই তোমার করে
প্রতিটি আখর যদি তুমি পড়,
দু'টি চোখ জলে হ'বে ভরো-ভরো,
সারা তনু মন হ'বে উন্মন, অজানা আবেশে আবেগ ভরে,
না-পাওয়ার মাঝে হ'বে চির-পাওয়া কল্পলোকের বাসর-ঘরে।

কে তুমি

কে তুমি সুদূরে থাকি' দাও মোরে দোল,
শিরার শোণিতে মম তোলো উতরোল
তন্দ্রাতুর নয়নের কেড়ে নাও ঘুম—
ক্লান্ত-ধরণী যবে সুপ্ত নিঝুম—
চুপে চুপে জ্বেলে দাও ব্যথার-অনল—
ফুটে উঠে থরে-থরে কবিতা-কমল !
বিষাদে-পুলকে মনে লাগে শিহরণ,
দূর হ'তে শুনি যেন বাজাও কাঁকন !

কে তুমি স্বপনে নামো গহন-রাতে—
নিয়ে প্রেম-পারিজাত ও-ছু'টি হাতে—
নব-অবগুণ্ঠনে আবরি' আনন
কথা কও—দেখি চেয়ে ঠোঁটের কাঁপন—
ধীরে-ধীরে হাতে মোর বেঁধে দাও রাখী,
ঘোমটা খসিয়া পড়ে—আঁখি পরে আঁখি
কপোলে কপোল তুমি রাখো ক্ষণকাল ;
মনে হয় এ-রাতের নাহিক সকাল !

কে তুমি সুরের মতো বীণায়-বুকের,
সুখের সুদিনে বাজো দহনে দুখের !
জ্বেলে দিলে আলো মনে আঁধারে ভরা,
নিলেনা নিকটে টেনে, দিলেনা ধরা
ঝর-ঝর বয়রণ শ্রাবণ-রাতে—
রবি-কর-উজ্জ্বল শারদ-প্রাতে !
কে তুমি কাঁদায়ে মোরে হাসাও আবার,
স্বপন-চারিণী বধূ নাম কি তোমার ?

চিঠি

কবিতায় সুধা ঢেলে দিয়ে চিঠি
লিখবো তোমারে ইচ্ছে ভারী,
রাত জেগে আমি, হয়তো তোমার
ঘুমেতে দুচোখ হয়েছে ভারী !
আমারি মতন তুমিও কি আজ
বাতাসে ভাসালে বেদনা-বাণী ?
যতো দূরে রবে কাছে ততো পাবো
সুদূরের প্রিয়া জানি তা জানি !

হয়তো বা কোন্ স্বপনে মগন—
তনু-বল্লরী সোহাগে লুটে,
মাধুরীর তুমি শেষ-পরিণতি,
শ্বেত-শতদল উঠেছো ফুটে
নিভৃতে কবির স্বপ্ন-সায়রে,
প্রেম-রশ্মির পরশ লেগে
যৌবন জাগে—লজ্জায় লাল,
অরুণিমা যেন লেগেছে মেঘে !

মন-গড়া এই ছবির পিছনে
হয়তো বা সবই শূন্য ফাঁকা,
কল্পনা সাথে কথারে মিশায়ে
কালির আঁচড়ে চিত্র আঁকা !
তবু রাত জেগে লিখি আর ভাবি,
বারণ মানে না মন-কেমন,
আসলে আমরা মাটির মানুষ,
তাই ব্যথা বাজে অনুক্ষণ !

ছন্দলিপি

আমার চাইতে কবিতা আমার ভালোবাসো তুমি জানি,
তার ইঙ্গিত ধরা পড়ে, তাই ছন্দে পাঠাই বাণী !
তোমার আমার চিন্তার ধারা এক নহে—সে তো ভালো,
আমি সুধা ঢালি কবিতার বুকে, সংগীতে তুমি ঢালো !
ভাবকে রূপের পোষাক পরিয়ে দোলাই ছন্দ-ডোরে,
তুমি তো সুরের ফুলঝুরি যাও নিয়ত রচনা করে !
সৃজন করো যা—কল্পলোকের—সুরের সাগর সেঁচি',
আমি ভালোবাসা কুড়াই তোমার কথার মালিকা বেচি'।
তুমি মনে ভাবো কি দিলে বা তুমি—একি গো মনের ভুল,
আমি ভাবি আর—কথারে সাজায়ে কি করে ফোটাই ফুল !
তুমি যবে গাও এক মনে গান চুপ ক'রে আমি শুনি,
তোমার সে গান হ'লে অবসান হৃদস্পন্দন গুণি।
ক্বচিৎ তোমারে একা পেলে আমি নির্জনে নিরালায়,
কবিতা শোনাই, আবেশে বিবশ, ক্ষণ খালি বয়ে' যায় !
বুকের বীণাটি বেসুরো বাজিলে তুমি ভরে' দাও সুর,
কবিতা শোনায়ে তোমার মনের অবসাদ করি দূর !
তোমার আমার দু'জনার তাই নব-নব পরিচয়,
বাহিরে অমিল, ভিতরে ভাবের হয় দেখি বিনিময় !

আজ ধরণীর এক কোণে বসে' কথা নিয়ে খেলা-করি,
মরমের মধু নিঙাড়ি-নিঙাড়ি প্রাণের পাত্র ভরি !
আগামী দিনের মিলনোৎসবে ঢালিব তা' হ'তে সুধা,
তৃষিত চিত্তে তৃষ্ণা জাগুক—বাড়ুক হৃদয়ে ক্ষুধা !
অনাগত আর ভবিষ্যতের দ্বারে আমি কর হানি,
সঞ্চিত ক'রে রাখে যেন তুলে না-বলা সে শত-বাণী।

…বাদলের রাতি, জ্বলিবে না বাতি, তুমি আমি বাতায়নে,
মেঘ-মল্লারে করিবে আলাপ, আমি গাব মনে-মনে !
সারা তনুমন হ'বে উন্মন, ছুটি মনই ভরা সুরে,
ওযে মরীচিকা মৃগতৃষ্ণিকা টেনে নিয়ে যা'বে দূরে !
মিলনের সেই মঞ্জু লগনে সারা হ'লে তব গান,
তোমারে শোনাবো কবিতা আমার, আনন্দ অফুরান !
সার্থক হবে রচনা আমার—বিরহ-মিলন-গাথা,
এক ফোঁটা যদি ঝরে চোখে জল, ভিজে ওঠে আঁখি পাতা

বিজয়ার চিঠি

[বেণু দেবী-কে]

গঙ্গার ঢেউ জাগে কাঁসাই-এর কূলে—
তরঙ্গ-অভিঘাতে ওঠে বুক দুলে ?
চিত্তের স্পন্দনে কবিতার ফুল
ফোটালে যা আমারে তা করেছে আকুল !
আমিও তোমারি মতো রাত-জাগা-পাখি,
হাসি আর অশ্রুর স্বরলিপি আঁকি !

মনে পড়ে কৈশোর যৌবন দিন,
স্বপ্নের মায়াপুরী বর্ণে রঙিন !
সে রং মিলালো সব বহু দিন আগে,
শূন্যের পটভূমে স্মৃতি শুধু জাগে !
সে স্মৃতি ব্যথার, তবু সে যে স্মরণীয়,
কিছু তার গেছি ভুলে, কিছু ভুলিনিও !

বিজয়ার রাত আজ—করুণ মধুর,
এ রাতের ভাষা নেই, আছে শুধু সুর !
সেই সুরে ভেসে আসে পরিচিত নাম
প্রবাসিনী বোনটিরে ফিরে স্মরিলাম !
প্রীতির প্রদীপ জ্বালি লিপিকা পাঠাই,
ভোর হয়ে আসে রাত, এবার ঘুমাই !

ঘুম তো আসে না চোখে—এ কী মুশ্‌কিল
মনোলোক জুড়ে চলে স্মৃতির মিছিল !
পলকে পলকে যত ছবি ভেসে চলে—
স্মরণের মণিদীপে আজও তারা জ্বলে !
আছি আমি, আছে স্মৃতি, আছে কিছু সুর,
তাইতো জীবন লাগে এখনও মধুর !

তাই কথা-মালা গাঁথা রাত জেগে আজও
মনটাকে বলি—তুমি সুরে সুরে বাজো।
যে-কথা হয়নি বলা—বলাবেনা তারে ?
মূর্ছিত রবে সেকি বুকের প্রাকারে ?
মন-বলে—কবি, তুমি বীণাটি বাজাও,
মনের মতন করে বাণীরে সাজাও।

তখনি লেখনী তুলে নিয়েছি আবার,
কোনো সাধ ছিল নাকো বাহবা পাবার।
না লিখে উপায় নেই, লিখে চলি তাই,
সুদূরে রয়েছ তুমি, কি করে শোনাই।
অকাজের কাজ সব দূরে রাখি ফেলে,
কবিতার দীপ দিই একে-একে জ্বেলে।

পত্র পাঠে

[অঞ্জনা বন্দোপাধ্যায়-কে]

চিঠিখানি তার
তুলে রাখিবার
যেন উপহার—
পড়ার মত !
মাধুরী মিশানো
মমতা জড়ানো
কবিতা ছড়ানো
ইতস্তত !
কী লিখি আমি যে
ভেবে মরি মিছে,
লজ্জিত নিজে
নিজেরই কাছে !
না আছে ভাষার
বর্ণ-বাহার
সেই রচনার
কী দাম আছে !
তবু প্রিয়জন
চাহিল যখন
কবিতা তখন
আসিল সাজি ;
এল হারা-সুর
মঞ্জু-মধুর
ছন্দ-নূপুর
উঠিল বাজি' !

আমরা প্রাচীন
ওরা যে নবীন
স্বপ্ন-রঙিন
জীবন ভরা !
আলো-হাসি-গান
স্পন্দিত প্রাণ
নয় ম্রিয়মান
বসুন্ধরা ।
ওদের মনের
নিভৃত কোণের
মাধবীবনের
ছায়ার পাশে
আমার হারানো
তন্দ্রা ভাঙানো
গোলাপে রাঙানো
অতীত হাসে !
টেনে তারি জের
চলে কলমের
কসরৎ ফের
নতুন করে !
সন্ধ্যা আকাশে
স্মৃতি-মেঘ ভাসে
দেখি উল্লাসে
দু'চোখ ভরে !

অযৌক্তিক অনিচ্ছা

তোমার ইচ্ছে হয় নাকো কারো কাছ থেকে কিছু নিতে,
ভুলে যাও কেন অন্যেরও হয় ইচ্ছে কিছু তো দিতে ?
তোমার ইচ্ছে ইচ্ছেই শুধু ? আর কারো হওয়া দোষ ?
তার ইচ্ছের প্রস্ফুটনেই উপজে অসন্তোষ ?
এটা ঠিক নয়, ভালো করে তুমি ভেবে দেখো একবার,
কোন্ বন্ধনে বাঁধা পড়ে' তার জন্মায় অধিকার !
সে অধিকারের দাবি নিয়ে ফের সে যদি কিছুবা আনে,
গ্রহণে তাহার হানে না আঘাত গ্রহীতার সম্মানে !

পৃথিবীর বুকে আমরা তো কেউ থাকব না চিরকাল্,
দীর্ঘমেয়াদী হলেও জীবন ঊর্ণনাভের জাল !
তাইতো প্রীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে মনের মমতা ঢেলে
ইহ-জীবনের নৌকোখানাকে নিয়ে যাই ঠেলে-ঠেলে !
তীরে যদি পাই সহৃদয় কোন হৃদয়ের সন্ধান,
কাছে টানি তারে, ডাকি বারে বারে—ভাবি বিধাতার দান !
জানি এ-মনের যন্ত্রণা ঢের তবু থাক এই মন,
আলোর ঝর্ণা-ধারায় মিশুক সুরের প্রস্রবণ !

নবারুণ

অন্ধকারের প্রহরী সব ক্লান্ত হ'য়ে যায় চলে
পূব আকাশে সূর্য হাসে—ঐ নতুনের দীপ জ্বলে ?
ধরার খুশি উথ্‌লে ওঠে—
শতদলের পাপড়ি ফোটে ;
ভোরের পাখি উঠ্‌লো ডেকে—ব্যর্থতার আজ বিসর্জন,
আলোর বীণা বাজ্‌ছে শোনো—নবারুণের সম্ভাষন !

কী পেয়ছো, কী হারালে, আজকে ভাবার নেই সময়,
কে বলেছে ধূসর ধরা ?—শ্যামলতায় শান্তিময় !
মাটি তো নয়, ও-যে 'মা'টি,
কোল যে তাহার শীতলপাটি,
শান্তি-সুধা নিত্য ঢালে, কৃপণতার নেই বালাই ;
পেলাম এত, তবু মোদের চাওয়ার দেখি অন্ত নাই !

খেয়াল-খুশির পাল তুলে দে' মনের ডিঙি যাও বেয়ে,
আকাশ বাতাস মুখর ক'রে সুরে সুরে দাও ছেয়ে !
আশার আলো চক্ষে জ্বালো,
নতুন এ দিন ঘুম ভাঙালো,
বিফলতার বেদন যতো মুহূর্তে আজ লুপ্ত হোক্‌,
ধরায় নেমে আসুক তোমার ঈপ্সিত সেই স্বপ্নলোক !

নবারুণ, শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫৯

আমরা যখন তরুণ ছিলাম

আমরা যখন তরুণ ছিলাম অর্ধশতক আগে
সুস্থ ছিল সমাজ-জীবন অনেক বেশী আরও !
সেই সে-কালের দিনের কথা ভাবতে ভাল লাগে,
ভাবছি, জানি কিন্তু সেদিন ফিরবে-না একবারও !

সরল ছিল জীবন সেদিন শান্ত পরিবেশে,
অভাব বোধের অভাব ছিল প্রায় সকলের মনে ;
পরস্পরে চলতো আলাপ ঈষৎ মৃদু হেসে—
উঠতো না ঝড় উত্তেজনার হঠাৎ অকারণে !

পরের অধীন দেশটা ছিল—ঐটুকু যা গ্লানি,
আর সবই তো মোটের উপর মন্দ ছিলনাকো !
দিন-দুপুরে খুনখারাপি কিংবা রাহাজানি
কোথায় ছিল—পল্লীগ্রামে কি শহরে থাকো ?

রাষ্ট্রনীতি ঝাঁঝরা করে দেয়নি সমাজ-দেহ,
বিদ্যাপীঠে যায়নি শোনা জিন্দাবাদের ধ্বনি ;
হয়নি শিথিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ,
যায়নি দেখা বিশৃঙ্খলার এমন প্রদর্শনী !

তাই তো বলি সমাজ-জীবন সুস্থ ছিল আরও
তরুণ ছিলাম আমরা যখন অর্ধশতক আগে !
জানি সে দেশ সেই পরিবেশ ফিরবে না একবারও,
তবু সে সব দিনের কথা ভাবতে ভাল লাগে !

বৈধ-অবৈধ

'বৈধ' কথাটা থাক অভিধানে—
বাস্তবে তারে এনো না টেনে ;
গণতন্ত্রের মন্ত্রের বলে
বিধি ও নিষেধ কে চলে মেনে ?
যে-দিকেই চোখ ফেরাবে দেখবে—
নিয়মের কোনো বালাই নেই,
অনিয়মটাই নিয়ম এখন,
জানে এ তথ্য সব জনেই।
নচেৎ কি করে পথের উপরে
গ্রামে নয়—এই কোলকাতায়
সাজিয়ে পশরা চলে বেচা-কেনা
সকাল সন্ধ্যা দুই বেলায় ?
ফুটপাতগুলো বেদখল হয় ?
মন্দির পথে গজিয়ে ওঠে ?
যান-চলাচল-নিয়ম না মেনে
বেপরোয়া বাস ট্যাক্সি ছোটে ?
কর্মস্থলে কর্মীরা আর
গমনাগমনে মানে না নীতি,
ট্রেনের যাত্রী উপচে উঠেছে—
মাশুল না দেওয়া হয়েছে রীতি !
পরীক্ষা দিয়ে তকমাটা পেতে
পার হয়ে যায় আট বছর,
শিক্ষা আলয়ে হয় না শিক্ষা,
সেখানে শ্লোগান নিরন্তর !

অতএব নেই কিছুই এখন
নিয়ম-বিহীন বলা যা চলে,
বেনিয়মটাই নিয়ম এখন
গণতন্ত্রের মন্ত্রবলে !

পরিত্রাহি

অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির দাপে
আদ্দিকালের বসুন্ধরা থরথরিয়ে কাঁপে !
সেই কাঁপনে শিউরে উঠি, শিউরে ওঠে মন,
কোন্ জগতে করছি যে বাস বুঝছি বিলক্ষণ !

অর্থনীতি থাকলে সঠিক, এমনতর হয়—
কারুর পকেট ঝুলে পড়ে, কারুর খালি রয় ?
এত বিভব রাখবে কোথায়, কেউ তা ভেবে সারা—
ছেলের মুখে কাল কি দেবে ভাবে অর্থহারা ?

সমাজনীতি—লেখা থাকে পুঁথির পাতাতেই,
বাস্তবে এই সমাজ-বুকে তার রূপায়ণ নেই !
নিজের নিয়েই ব্যস্ত সবাই, কে কার খবর রাখে—
গোটা সমাজ ভেঙে গেছে কে জানে কোন্ ফাঁকে !

রাষ্ট্রনীতি ইতি-র খাতায় মুখ লুকালো তার,
যেদিকে চাই দেখতে যে পাই চিত্র হতাশার !
দেশের শুভ হোক বা না হোক দলের স্বার্থটাই
সব গোষ্ঠির লক্ষ্য প্রধান—তফাৎ কোনো নাই !

নাইকো নীতি, নাইকো প্রীতি কোনো কিছুর মূলে,
এ যেন এক ঘূর্ণিহাওয়া দুর্বিপাকের কূলে
দিচ্ছে ঠেলে ধাপে-ধাপে, নাইকো পরিত্রাণ,
ত্রাহি-ত্রাহি ডাকছি তোমায়—কোথায় ভগবান !

সাময়িকী

ভাগ্য সবার সুপ্রসন্ন—কাটছে সুখে কাল,
শক্ত-হাতের পাঞ্জা ধরে রাষ্ট্র-তরীর হাল !
নাই বা আলো জল কি হাওয়া,
দ্বিগুণ দামের চলছে খাওয়া,
ট্রামে-বাসে বাদুড় ঝুলেও কেউ না বেসামাল ;
মন্দ-লোকে নিন্দে ক'রে পাড়ছে খালি গাল !

চরছে তরুণ আর তরুণী হাটে-মাঠে-বাটে—
আপিস-ঘরে আমলাগুলো ঝিমিয়ে আঁচড় কাটে !
আসা-যাওয়ার নেইকো বালাই,
কাজের আগেই পালাই-পালাই,
হয় সিনেমা নয়তো ধাওয়া ফুটবলের ঐ মাঠে ;
জামা-কাপড় ভিজবে না হয় বাদল-দিনের-ছাটে !

ট্রেনের ভাড়া বাড়ল তাতে কী হয়েছে কার ?
টিকিট আছে কি না আছে দেখবে না কেউ আর !
ও-সব ছিল সেই সে তখন
দূর বিদেশীর শাসন যখন,
স্বাধীন দেশে সবার এখন সমান অধিকার ;
পথের ছবি বুঝিয়ে দেবে অর্থ কথাটার !

বিতাড়িত আজ ইংরেজ সাত-সাগরের পার,
ইংরেজীটা ভোলাই এখন সবচেয়ে দরকার !
তাই তো নতুন পাঠ্য-সূচি,
পড়বে যেমন যার যা রুচি,
নাই বা জানা রইল কিছু বইয়ের ভিতরটার ;
ডিগ্রী সে তো এসেই যাবে নাইবা থাকুক ধার !

গৃহিণীর ক্ষোভ

চোখের কোলে প্রাণ এসেছে কাজের পিছে ছুটি',
একটি দিনও নেইকো বলি—আজকে আমার ছুটি!
দুয়ার খুলি, জানলা খুলি,
কাপড় কাচি, বিছ্‌না তুলি,
উনুন ধরাই, মশলা পিষি, আনাজ-কোনাজ কুটি;
এক-হাতে সব করতে তো হয়, হই না প্রাণী দুটি!

সারতে পুজো একটু দেরি স্বীকার করি হয়,
পুরুষ তোমার ও-সব দিকে নজর কেন রয়?
রান্না ক'রে খাওয়াই রোজই,
খেলাম কী তার কোনো খোঁজই
একটি দিনও নাও না তো কই?—এই অনাদর সয়?
জগৎ এবং জীবন জেনো নয় কবিতাময়!

কোন্ ধাতুতে গড়া তুমি বুঝতে পারিনাকো,
আপন খেয়াল-খুশি নিয়েই মত্ত খালি থাকো!
শুধুই আপন স্বার্থ ছাড়া
নিষেধ তোমার হাত পা নাড়া,
মিথ্যে ওজর দেখিয়ে আপন অক্ষমতা ঢাকো,
তুচ্ছ কিছু করতে হলেও এই আমাকেই ডাকো!

কী দিয়েছ আমায় তুমি—শাড়ি-বাড়ি-গাড়ি?
তোমার ঘরে এসেছি কি ঠেলতে শুধু হাঁড়ি?
একটিবারও হয় না মনে
যাই না নিয়ে দেশ-ভ্রমণে?
এই চাওয়া কি অধিক চাওয়া?—বলবে বাড়াবাড়ি?
বয়স যদি অল্প হত দিতাম ক'রে আড়ি!

ঘরে-বাইরে

হট্টমালার দেশ নয়কো—হট্টগোলের হাটে
এ-কাজ সে-কাজ ক'রে আমার সকাল বিকেল কাটে।
বন্-বন্-বন্ ঘোরে মাথা মানুষ-কীটের ভিড়ে,
ট্রামে-বাসে চাপলে দেখি চেপ্টে গিয়ে চিঁড়ে।
পথ ধরে যে হাঁটবো তা-ও ভরসা নাহি হয়,
যান-বাহনের মতি-গতি মোটেই ভালো নয়।
ফুটপাতে পা বাড়াই কোথা ?—সরু সিঁথির মতো,
ডাইনে-বাঁয়ে সারি-সারি হকার শত-শত
ফিরতে বাড়ি তাড়াতাড়ি চায় না তবু মন,
লোড-শেডিং-এ নাস্তানাবুদ, বিষম জ্বালাতন !
তার ওপরে ঘর-বৈরীর বায়না আছে লেগে—
এ নাই সে নাই—এ চাই সে চাই—বকতে থাকেন রেগে !
রক্তের চাপ বাড়তি ক'ধাপ, তেতে থাকেন তাই,
তাপ নামাতে মিষ্টি-কথার জল ছিটিয়ে যাই !
বাইরে জ্বালা, ঘরেও জ্বালা—ছটফটিয়ে মরি,
স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিলাম জীর্ণ জীবন-তরী !

খবরদার

খবরদার—
এমন কবিতা লিখবে না যার অর্থ টা হবে পরিষ্কার !
অসংলগ্ন ভাব আর ভাষা
কালির আঁচড়ে মানাবে তা খাসা,
মনে হবে যেন প্রলাপে রোগীর এলোমেলো কথা বারংবার

খবরদার—
কবিতায় যেন হয় না ধ্বনিত একটিও কথা কল্পনার !
শুধু যন্ত্রণা-জ্বালা জীবনের,
হতাশার কথা আর পীড়নের
উল্লেখটুকু থাকলেই হবে, মিলে যাবে কিছু পুরস্কার !

খবরদার—
সুন্দরে আর বন্দনা নয়—এ হবে কবির অঙ্গীকার !
পরস্পরের পিঠ চাপড়িয়ে
কবি গোষ্ঠিরে রাখিও বাঁচিয়ে,
দেশ সমৃদ্ধ হবে অচিরেই, বেড়ে যাবে বেশ কদর তার !

খবরদার—
কবিতায় যেন থাকে না ছন্দ—বিগত দিনের অলঙ্কার !
হেঁয়ালি অথবা ধাঁধাঁর মতন
যদি করে কেউ কথা বিরচন,
খাঁটি কবিতার সেটি লক্ষণ, কবিসম্মান প্রাপ্য তার।

লিখন-পদ্ধতি : প্রাচীন যুগে

দীর্ঘ দিন আগে—পৃথিবী কচি-কাঁচা—
লেখার ছিলনাকো কোনোই আয়োজন ;
ছিল না এ বি সি ডি, ছিল না অ আ ক খ,
কালি ও কলমের আদৌ প্রচলন !

লিখন-পদ্ধতি ছিল না কারও জানা,
হরফ বাছাই-এর ছিল না কোনো ক্লেশ ;
'টি' এর মাথা কাটা, চন্দ্রে বিন্দুটি
থাকা যে চাই তার ছিল না নির্দেশ !

বাঁকবে সরু নিব, কাগজ যাবে ছিঁড়ে,
দোয়াত ভেঙে কালি ছড়াবে চারিদিক ;
আঙুলে কালো-ছাপ লাগার কোনো ভয়
ছিল না কারো মনে, সবাই নির্ভীক !

মনের ভাবগুলি শিল্পে পেত রূপ,
পাথরে-ফোটা-ছবি, মরি কি সুন্দর !
ছবির ভাষা সে যে গভীর ভাবে ভরা,
সে ভাব কোথা পাবে ক্ষুদ্র অক্ষর !

লিখতে বলা হয় এ ধাঁচে যদি আজ,
মানতে হবে হার সবারে নিশ্চয় ;
প্রাচীন যুগ ছিল সুচারু শিল্পের,
নীরব কবিতার মৌন-গীতিময় !

(ইংরাজী কবিতার অনুসরণে)

একটি মুখ

দেখেছি মুখ এক—
নিখুঁত সুন্দর,
মাধুরী ঝরে পড়ে—
মধুর নিঝ'র !

ললাটে উজ্জ্বল
সিঁদুর-টিপ লিখা
অন্ধকারে জ্বালে
আলোর দীপ-শিখা !

শুভ্র হাসি ঠোঁটে
সতত খেলা করে,
দেখি সে মুখখানি
সারাটি বেলা ধরে' !

আমার খুশিটুকু
পাবে না কেহ আর,
এ-মুখ যার সে তো
কেউ না—মা আমার

(ইংরাজী কবিতার অনুসরণে)

স্বপ্ন

আকাশের ঝলোমলো শাড়ীর মতন—
একখানা শাড়ী যদি থাকতো আমার!
সোনালী-রূপালী-আলো ছিটানো, চিকন,
নীল, মৃদু, ঘননীল রং শাড়ীটার।

হাল্‌কা আঁচলে আঁকা আলোর কাঁপন,
অপরূপ বৈভব—রংএর বাহার।
ভাঁজে-ভাঁজে ও কি আলো-ছায়ার নাচন,
আহা, যদি একখানি থাকতো আমার!

তাহলে ?—সেখানা আমি বিছিয়ে দিতাম
তোমার পায়ের তলে—পায়েরি তলায়!
হবে না তা, হবে না তা, ঠিক জানতাম,
সঙ্গতি-হীন আমি—স্বপ্ন সহায়!

স্বপ্নটাকেই আমি বিছিয়ে দিলাম
তোমার চরণ তলে, চলবে কেমন ?
স্বপ্নচারিনী তুমি, তাই ভাবলাম,
মেলে দিই তোমারেই স্বপ্ন এমন।

(ইংরাজী কবিতার অনুসরণে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

শুদ্ধচেতা মুক্ত পুরুষ, মানবতার মূর্ত প্রতীক,
মৃণ্ময়ী মার চিন্ময়ী রূপ দেখলে অবাক দু'চোখ ভরে' ;
পথ পেয়েছে তোমার কাছে পথ-হারানো তীর্থপথিক,
তোমার কথা শান্তিবারি সুধার মতন আজও ঝরে !
ধর্ম তোমার বিশ্বপ্রেমের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত,
মন্ত্র তোমার আত্মবিলোপ—মায়ের পায়ে সমর্পণের ;
ঐশী আলোর স্পর্শে মোহন তোমার জ্যোতি উদ্ভাসিত—?
সেই আলোকে চোখ ফুটে যায় তিমির-ভরা অন্ধমনের !
অরূপ—যারে যায় না দেখা, তুমিই ছিলে স্বরূপ তারি,
মিলন-সেতু গড়লে তুমি এ-পার ও-পার দুইটি পারের ;
বল্‌লে—সোনার মূল্য ততো ঠিক যতোটা মৃত্তিকারি,
একটি ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলে হাজার বাতি অহঙ্কারের !
মহাপুরুষ ! তোমার নামে জানাই নতি একশোকোটি,
ধর্মে গ্লানির মাত্রা বাড়ে, হে দিশারী, কোথায় তুমি ?
ক ঘুচাবে অন্ধকার আজ ? কার আছে সেই দিব্য জ্যোতি ?
ডোকছে তোমায় মাটির মানুষ, ডাকছে তোমায় মর্তভূমি !

রবীন্দ্রনাথ

বাণীর বেদী-তলে আরতি লাগি কবি, যে দীপ জ্বেলেছিলে ভয়ে ও ভরসায়,
অগ্নি-শিখা তার জানি গো বারে বার চুমিল আকাশেরে আপন মহিমায়!
সীমার মাঝখানে অসীম-সন্ধানী রূপের পূজারী গো জন্ম-রূপকার!
বিশ্ব-দেবতার হে চির উপাসক, চরণে দিলে তাঁর লক্ষ উপহার!

মুগ্ধ জনগণ তোমারে ঘিরে আজ তোমারি ভাষা নিয়ে করিছে জয়গান,
যে-বাণী দিলে তুমি নিখিলে লিখে কবি, অরুণ-রেখা সে যে কভু না হবে ম্লান!
ধূলির-ধরণীরে বাসিতে ভালো জানি শেখালে তুমি কবি—শেখালে বারে বার
শুষ্ক-বুকে আশা, মৌন-মুখে ভাষা দিয়েছ তুমি কবি—তুলনা কোথা তার!

যে গীত-অঞ্জলি নবীন অনুরাগে ভারত- ভারতীরে করেছ কবি, দান,
ছড়ালো দিকে দিকে সে গীত-সৌরভ—আপন গৌরবে আপনি মহীয়ান্!
জীবন-দেবতার পেয়েছ দরশন জনমে নব-নব রূপে সে শতবার,
তোমার আহুতি যে নিল সে চুপে-চুপে, স্মরিয়া তোমারে সে রাখিল খুলি দ্বার!

তোমার পূজারতি হলনা আজও সারা, দহিছ মনোধূপে—দহিছ অনিবার,
বঙ্গ-জননীর কণ্ঠে-কমনীয় যতনে সজ্জিত তুমি যে মণিহার!
চলার-বাণী নব শোনালে কানে কানে, এ মরু পার হল আজো না কতজন,
তোমার আহ্বানে ফুটিল ফুল বনে—মলয় পরশিল হরষে তপোবন!

যোজন-শত দূরে রয়েছে যে-তারাটি, চিনেছে সে তোমারে জানে সে তব নাম,
নিশার আকাশও যে চাহিছে চেনা-চোখে, আমিও তার-মতো তোমারে
স্মরিলাম!

* রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্মরণে

তোমার কবিতা—প্রশ্বাস বায়ু আমাদের,
প্রাণ ধারণের উপাদান ;
অনাদি উষার আলোকের
প্লাবন জাগানো মহাগান।
তোমার কবিতা— নবগীতা ইহজীবনের,
সুরে-সুরে তার অভিযান,
বাণীরূপ ভাব-ভুবনের,
অশেষের পায়ে শেষ দান ॥

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিশ্বকবির ছত্রতলে—স্বতন্ত্র এক সিংহাসনে
মগ্ন তোমায় দেখছি কবি কাব্যগীতি সংরচনে।
সুরের সূতায় সাজিয়ে কথায় বাঁধলে তুমি এমন তোড়া
মালঞ্চে কই সেই মালাকর তুলবে ধরে তার সে জোড়া ?

*　　　　*　　　　*

কোন্ কিশোরীর জলচুড়িটির স্বপ্ন দেখে দীঘির জল—
'সুধার আধার চাঁদের শোকে' নীল-সাগরের বুক উতল !
বসন্তেরই শেষ নিশাসে চম্পা রাতের ঘুম ভোলে ;
প্রভাত-রবির চুমায়-চুমায় 'পদ্মকলি হাই তোলে' !
জর্দাপরী 'হিরণ-জরীর ওড়না'-খানি দুলিয়ে যায়—
সবুজ পরী ধূসর-ধরায় 'সবুজ তুলি বুলিয়ে' যায় !
শান্ত মরাল বিদ্ধ বাণে—ছুটছে তারি রক্তধার,
নয় অজানা তোমার কবি –'তুলির-লিখন' চমৎকার !

'পাল্কী চলে দুলকি তালে, ছবির মিছিল যায় চলে'—
ঘুমতি নদী ঘুঙুর পায়ে 'ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে' !
সন্ধ্যারাতের আবছা-আঁধার 'জোনাক পোকায় স্পন্দমান',
অতীতকালের কবর থেকে উঠলো জেগে নূর্‌জাহান !

*　　　　*　　　　*

কবি, তোমার কণ্ঠে সুধা করে তোমার হেমঝারি,
প্রহর ভুলাও, লহর দুলাও, মনের মণির কারবারী !
তোমার কথায় সাজাই তোমায় 'বাংলা বুলির বুলবুলি',
সৌরভে মন মাতিয়ে তোলে তোমার সুরের ফুলগুলি !

* কবির জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রচিত।

'নতুন-খাতা'-র কবি

ছন্দে-ছন্দে-ভরা-মন যার সুরের উৎসভূমি—
কল্পনা যার লেখনী-অধর বারে-বারে গেল চুমি—
ফুটে ওঠে যার মনদর্পণে ঘরের স্নিগ্ধ ছবি—
কল্পলোকের নয় সে মানুষ—'নতুন-খাতা'-র কবি।

অন্ধকারের অন্তরতলে যে দেখে আলোর দ্যুতি—
অশিবের সাথে করে না সন্ধি—সুন্দরে করে স্তুতি—
যার চিত্তের অলখ্-আকাশে ঝলকে চন্দ্র রবি—
কল্পলোকের নয় সে মানুষ—'নতুন-খাতা'-র কবি।

যা ছিল যা আছে দুয়ের মধ্যে সেতু যে রচনা করে—
ব্যথার-স্মৃতির গোলাপী আতরে সারা অন্তর ভরে—
মানুষের শ্রেণী-ভেদ যে মানে না যে-চোখে সমান সব-ই-
কল্পলোকের নয় সে মানুষ—'নতুন-খাতা'-র কবি।

শাসন-শোষন ক্লিষ্ট-প্রাণের বেদনা যে ভাল বোঝে—
গ্লানি-মালিন্য-মুক্ত-মানব-সমাজ-জীবন খোঁজে—
হাসি-হাহাকার রূপ পেল যার বুকে আশ্রয় লভি—
কল্পলোকের নয় সে মানুয়—'নতুন-খাতা'-র কবি।

পিতৃ-তর্পণ

বিকেল বেলায় পৌঁছে গেলুম গড়িয়ে গেল দিন-তুপুর,
আমার প্রতি শিরায়-শিরায় সঞ্চারিছে তোমার সুর !
সেই সুরেরই রেশ টানি যে সুর-মেশানো অক্ষরে—
তুঃখ শুধু—এখন তুমি এখান থেকে অনেক দূর !

তোমার আঁকা ঘরের ছবি স্নিগ্ধ করে মনটিকে,
'ব্যথার-স্মৃতি' সজল করে আজও চোখের কোনটিকে ;
'ঘুমপাড়ানি গান'-এর কলি যাইনি ভুলে একটিও,
'উড়ো-চিঠি' যে পাঠালো ভাবনা ভাসে তার দিকে !

'নতুন-খাতা'-র নিমন্ত্রণে করলে যাদের আপ্যায়ন—
নীচের তলার মানুষ—তবু পাতলে বুকে তার আসন !
'দ্বীপান্তরে'র-বন্দী-বুকের বেদন কী যে বুঝলে তা,
'টান পড়েছে বাস্তুতে' যার শুনতে পেলে তার কাঁদন !

পথভিখিরি, পতিত নারী, মদ্যপায়ীর কণ্ঠস্বর
তোমার লেখায় আগুন ঝরায়—মর্মভেদী তীক্ষ্ম শর !
তুষ্টু ছেলের তুষ্টুমিতে দেখলে মনের মাধুর্য,
বঙ্গবাণীর বেদীর তলে তোমার আসন স্বতন্তর !

জন্মশত বর্ষে তোমায় দিই কবিতার অঞ্জলি—
কথার ফুলে রঙ ফলাতে নই যদিও কৌশলী !
তোমার সুরে সুর মিলিয়ে একটি মালা দিই গেঁথে,
স্মরণ করে শেষ করে দিই স্মরণিকার শেষ কলি !

শরৎ-সকাল

শরতের রোদ—
রোদ, না চলকে ওঠা
ধরার আমোদ!
হিরণ-জরীর
ঝালর-ঝুলানো-সাজ
এ কোন্ পরীর!
আকাশ সুনীল—
নীলের কাজলে চোখ
মেজেছে নিখিল!
নদীর দুপার
সবুজ শাড়ীতে মোড়া
পাড়টি রূপার!
দোলে কাশ-ফুল,
শিমূল তুলোর মত
গাল তুল-তুল!
সোনালী সকাল,
নৌকো চলেছে ছুটে
তুলে শাদা-পাল!
চোখ তুলে চাই—
মুঠো-মুঠো সোনা-রোদ
দুহাতে কুড়াই!

শর ও সংগীত

শূন্যে ছুঁড়ে দিই একটি শর—
কোথায় পায় ঠাঁই পাইনি টের ;
ক্ষিপ্রগতি তার দৃষ্টি পায় কই—
শরের সন্ধান নেই চোখের !

বাতাসে ভাসালাম একটি গান—
মাটির কোন্ কোণে স্পর্শ তার !
বিশ্বে আছে কই এমন লোক
সুরের পাড়ি ধরে দুর্নিবার ?

দীর্ঘদিন পরে শর ও গান
দুয়ের-ই সন্ধান মিলিল ফের ;
অটুট-শর শাখা-লগ্ন এক,
গোটা সে গান বুকে বান্ধবের !

(ইংরাজী কবিতার অনুসরণে)

আমি পেন্‌সিল

পরিচয় মোর অতি সামান্য—অঙ্গে বহিনা নামের ভার,
'H'-এর পাশে 'B'-এর আখর ঘোষনা করিছে নাম আমার!
আমি পেন্‌সিল, ছোট পেন্‌সিল, ক্লান্ত জীবন টানিয়া চলি,
দিনে দুশোবার ব্যবহৃত হই, দুঃখের কথা কারে বা বলি!
বুদ্ধি আমার ভোঁতা হয়ে গেলে মার্জনা মোর নাহিকো মোটে,
তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাটি বসায় দারুময় এই মৌন-ঠোঁটে!

হাতে নিলে শিশু আমি এঁকে যাই হিজিবিজি রেখা-চিত্র কত,
সুচারু পত্র লিখি তরুণীর, অধর-পেলব লজ্জানত!
হাত থেকে যদি খসে পড়ে যাই আমারে যে পাওয়া শক্ত ভারী,
বাড়ীর গিন্নি খোঁজেন আমায় পাঠাতে পোষাক রজক-বাড়ী!
কর্তা খোঁজেন খেলার সময় লিখিতে পয়েন্ট হল যা জমা,
আমি পেন্‌সিল—অতি নগন্য—আমার ছুটির নেইকো ক্ষমা!

দিনে-দিনে দেখি বাড়ে সকলেই, ক্ষয়ে চূন হই ক্রমশঃ আমি,
এমনি বরাত ছুরির আঘাত ভুলেও কখনো যায় না থামি!
মসীময় মোর যদিও বা বাণী, তবু আমি নই অদরকারী,
চিহ্ন আমার এঁকে রেখে যাই হাতে থাকি আমি যখনি যারি!
বহু বান্ধব জুটিল তবুও দুঃখ-জড়ানো আমার দেহ,
ভাবনা যখন ভারী হয়ে ওঠে দংশন মোরে করে বা কেহ!

আমি পেন্‌সিল, ছোট পেন্‌সিল, হই ছোট যত প্রবীন তত,
ছুটির সময় হলেও ছুটি না, বসে থাকি খাপে গর্বহত!

(ইংরাজী কবিতার অনুসরণে)

খেলাঘর

আমার খেলাঘর—
দেখবে যদি—সবাই এসো—এসো আপন পর!
হয়তো এটা তুচ্ছ অতি,
দেখতে শুধু কীই-বা ক্ষতি,
এর ভিতরে মায়ালোকের স্বপ্ন মনোহর;
পুতুল গেছে ভেঙে— আছে বাসী-বাসর ঘর!

আমার খেলা-গেহ,
জড়িয়ে আছে ঐতে আমার যত্ন-আদর-স্নেহ!
কাঠের-ঘোড়া, বিড়াল-ছানা,
ময়ূর, হরিণ, পক্ষি নানা,
সবই হেথা দেখতে পাবে চায় যদি বা কেহ;
শিশুর খেয়াল হলেই সেটা হয় না নেহাৎ হেয়!

আমার খেলাঘর—
নির্বিচারে দেখতে এসো, নেইক জুজুর ডর!
হরিণ-ছানা মনের সুখে
ঘুমায় হেথা মায়ের বুকে,
বিঁধবে তারে কোথায় বলো এমন ব্যাধের শর!
ঐ দেখনা নৌকো কেমন করেছে নোঙর।

ঐ যে ছোট নেয়ে —
দেখলে— মনে হয় দি পাড়ি—যতই দেখি চেয়ে !
কল্পনারে জাগিয়ে তোলে,
অথৈ-সাগর সামনে দোলে,

আবিষ্কারের রঙিন-মোহ মনকে ফেলে ছেয়ে !
তোমরা কি কেউ পারবে যেতে নৌকোখানা বেয়ে ?

আমার খেলাঘরে—
উড়ো-জাহাজ, মোটর-বাস আর রেলের গাড়ি ঘোরে !
বিমান-পোতে উড়লে কি হয় ?
—ঊর্ধ-লোকের পাই পরিচয়,
আমার সাথে তোমরা কি আর মিলবে ?—যাবে সরে !
জীবন্মৃত তোমরা সবাই—ভয় শুধু বুক ভরে !

খেয়াল দিয়ে গড়া—
এই খেলাঘর নিখিল শিশুর চিত্ত-সুধায় ভরা !
ঘূর্ণি হাওয়ার কুটিল স্রোতে
কই কাঁপে এ প্রভাত হতে ?
ভরিয়ে তোলো খেলাঘরেই ধূলি-মাটির ধরা !
ফোটার পালা শেষ না হতেই হয় যে শুরু ঝরা !

প্রকৃতির পরিচয়

শাদা-মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে,
এক কোণে চাঁদ যেন টিপ-আঁকা সে !
পৃথিবীটা মনে হয়
রঙে ভরা, মায়াময়,
হাসি তার খুশি তার ভাসে বাতাসে !
ভেসে যায় শাদা-মেঘ নীল আকাশে !

গঙ্গার বুকে দেখি ঢেউ খেলে যায়,
জেলেদের ডিঙি দূরে দীপ জ্বেলে যায় !
সন্ধ্যার ছায়াতলে,
জোনাকির আলো জ্বলে,
একে একে তারাগুলি চোখ মেলে চায় ;
গঙ্গার বুকে দ্রুত-ঢেউ খেলে যায় !

ঝিলিমিলি নারিকেল পাতার ফাঁকে
চাঁদের রূপালী আলো নক্সা আঁকে !
মাঝে মাঝে থেকে-থেকে,
ওঠে পাখি ডেকে-ডেকে,
টিম্‌টিম্ করে আলো পথের বাঁকে ;
একাকী প্রহরী যেন দাঁড়িয়ে থাকে !

এমন সময় ঘরে দুয়ার দিয়ে
ভালো ছেলে পড়ে পুঁথি-পত্র নিয়ে !
প্রকৃতির পরিচয়
আমি পড়ি, বই নয়,
ওরা হবে কেউ এম্-এ, কেউ বা বি-এ !
হবে না অমন পড়া আমায় দিয়ে !

দিদির বায়না

দিদি করে বায়না,
ছুটে এসে ছোট ভাই ধরে মুখে আয়না !
দিদি দেখে মুখ তার
এঁকে বেঁকে একাকার,
বাংলার '৫' সেও কাছে যেতে চায়না !

পড়ে দিদি ফাঁপরে,
ছোট ভাই দেখে দাঁত বসিয়েছে পাঁপরে !
আরো রাগ বেড়ে যায়,
ইচ্ছেটা কেড়ে খায়,
পারে না তা—কাঁদে তাই এ্যাতো বড় হাঁ-করে !

হাসে ভাই হিঃ হিঃ হিঃ
বলে—বুড়ো মেয়ে কাঁদে লোকে দেবে ছিঃ ছিঃ ছিঃ !
দিদি বলে—ভাই বলে'
দিইনিকো কান মলে',
চুপ চাপ আছি—গা-টা রাগে করে রি-রি-রি !

থেমে গেল বায়না,
স্থলগনে ছোট ভাই ধরেছিল আয়না।
ভাই-বোন হাত ধরে
হেসে-নেচে খেলা করে,
ডাকে সবে—কাছে আয়, সেদিকেতে চায়না !

চিলের চালাকি

একটা ছিল চিল,
হিংসুটে কু-টিল !
সকল কবুতর
তার ভয়ে থথর
কাঁপে সারাখনই,
সে যে তাদের শণি !
লুকিয়ে থাকে তারা
আলো-বাতাস-হারা-
নীড়ের কারাগারে,
চিল যাতে না মারে !

বুদ্ধি আঁটে চিল
নয় বোকা এক তিল !
পায়রাগুলোয় ডেকে
বললে—এলে কে কে ?
অনেক কথা আছে,
একটু বোসো কাছে !
কিসের এত ভয় ?
রেখনা সংশয় !
আমি রাজা হলে
দুঃখ যাবে চলে !
নেবো সকল ঝুঁকি,
তোমরা হবে সুখী !

পারাবতের দল

না বুঝে তার ছল
করলো তারে রাজা ;
বোকামিটার সাজা
পেল হাতে হাতেই
'করোনেশন' রাতেই !
চিলের পেটে হায়,
পায়রা চলে যায় !
মৌতাতে রয় চিল,
হাসে সে খিল্ খিল্ !

কল্পলোকের গল্প

সন্ধে শেষে রোজ বল মা—ঘরের ভেতোর চল
গল্প বলি,—আজ বুঝেছি ঘুম পাড়াবার ছল !
আজকে আমি গল্প বলি, চুপটি করে শোনো,
হাতে তোমার এখন তো আর কাজ নেইক কোনো !
গল্প আমার শুনতে গিয়ে ঘুম যদি বা আসে,
আমার কোলে ঘুমিও তুমি, ঘুমিও অনায়াসে !
তন্দ্রা-মাখা চোখের পাতায় স্বপ্ন যাব বুনে,
ঘণ্টাখানেক ধরে ঠিকই ঘড়ির কাঁটা গুণে !
স্বপ্নে তুমি দেখবে যেন যাচ্ছ কোথা ভেসে—
খোকা তোমায় নৌকো বেয়ে নে যায় সে কোন দেশে !
আমার ওপর রাগ করোনা কি বা অভিমান,
ঠিক যেন মা এই সবুজের নবীন অভিযান !
ঢেউ গুলিয়ে করব শাসন দাঁড়ের যাদু দিয়ে,
চমকে চেয়ে বলবে তুমি—খোকা, হলি কী এ !
ছোট মাঝির কৌশলে গো সকল বাধা ভয়,
এক নিমিষে পায়ের কাছে মানবে পরাজয় !

আবার ছবি বদলে যাবে বায়োস্কোপের মতো,
দেখবে ছবি স্পষ্ট অতি নয়ন-লোভন যতো !
দেখবে তুমি পৌঁছে গেছ সে এক নতুন দেশে,
সব সময়ে যেথায় ফুলের গন্ধ হাওয়ায় মেশে !
আমার প্রাসাদ তৈরী সেথা—মেঘ-ঢাকা তার চ.ল,
কী জমকালো—ঝলমলালো চাঁদের কিরণ-জাল !
এক পাশে তার ফুলের বাগান, আর পাশে তার জল,
কানায়-কানায়-ভরা-দীঘির বুকে নীলোৎপল !

আঙ্গিনাতে সবুজ ঘাসের গালচেখানি পাতা,
ঝাঁকড়া-কদম-গাছটি ধরে হলদে রঙের ছাতা !
দূর্বাদলের বুক চিরে যায় রাঙা-মাটির পথ,
সে পথ দিয়ে চলবে আমার ছোট্ট বিজয়-রথ !
আমার প্রাসাদ চূড়োয়-চূড়োয় শ্বেত-বলাকার মালা,
মাথার ওপর পূর্ণিমা-চাঁদ বাড়ায় রূপোর থালা !
তোমার চোখে লাগবে প্রথম নতুনতর সব,
তারার বাঁশি চাঁদের হাসি শিশুর কলরব !

সেই দেশেতে দেখবে লোকের পায়না মোটে ক্ষুধা,
কে যে তাদের খাইয়ে দেছে সঞ্জিবনী সুধা !
সেই দেশেতে মেয়েরা সব গোলাপ-জলে নায়,
ভাববে তুমি এলুম আবার এ কোন্ অলকায় !
সবার কানে দেখবে দোলে পান্না হীরের দুল,
কালো মেঘের ভিড় যেন বা চিকন কালো চুল !
যুগলভুরু উজল করে কাজল পরে চোখে,
বয়েস তাদের যায়না বেড়ে দুঃখ এবং শোকে !
আনন্দেরই ঝর্ণা-ধারা রক্ত-ধারায় ছোটে—
গোলাপ কুঁড়ি ফুটতে গিয়ে আটকে গেছে ঠোঁটে !
সোনার-কমল ফোটে সেথায় পদ্ম-দীঘির বুকে,
হাওয়ার দোলায় দুলতে থাকে কল্পলতা সুখে,
সোনার ঈগল উড়ে বেড়ায় সোনার-পাখা মেলে—
সন্ধে দেখায় সেথায় বধূ সোনার প্রদীপ জ্বেলে !

সেই দেশেতে চাঁদের বুড়ি চরকা খালি কাটে
সাঁঝের ছায়া ঘনিয়ে এলে, সূয্যি গেলে পাটে !
ছেলেরা সব ওড়ায় সেথা মিনি সুতোয় ঘুড়ি,
ভেল্কি বাজির কারসাজিতে নেইক তাদের জুড়ি !

সারা দুপুর খেলেও তাদের ক্লান্তি নাহি রাতে,
দেখবে তুমি মিলে গেছি আমি তাদের সাথে!
তোমার আমার দুইজনারই নতুন-জীবন শুরু,
কিসের ভয়ে করছে তোমার বুকটা দুরু-দুরু?
এমন জীবন মুক্ত জীবন কার না লাগে ভালো
অন্ধকারের পর্দা ঠেলে পায় যদি সে আলো?
শঙ্কা কিসের? আমি তোমার রইবো তো সেই পাশে,
তোমার খোকা—দুষ্টু খোকা—তোমায় ভালোবাসে!

কবিতা-বনিতা

কত সুন্দর ছিলে আগে—
লাবণ্য ঝরে পড়ত তোমার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ;
তোমার পদক্ষেপে ছিল গতির স্বাচ্ছন্দ্য।
তুমি চলতে প্রয়োজন বোধে—
তার চাল কখনো চটুল, কখনো মন্থর।
তোমার কণ্ঠস্বরে ছিল মিছরির দানা,
পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ছিল সুরুচির সুষমা।
খুব ভালো লাগত তোমার সঙ্গ
ফাল্গুনী-সন্ধ্যায়
কিংবা বৃষ্টি-ঝরা রাতে।
কিন্তু, 'তুমি আর নেই সে তুমি।'

এখন শিথিল হয়েছে তোমার দেহের বাঁধুনি,
পদসঞ্চারে নেই স্বাভাবিক ভঙ্গি,
কণ্ঠস্বরের জড়তায় অস্পট তোমার কথা,
প্রায় সব-ই দুর্বোধ্য।
আজ তুমি সজ্জাহীনা, বেপরোয়া—
কৃত্রিমতার প্রলেপ তোমার সারা দেহে।
তোমাকে দেখি আমি দূর থেকে,
আগ্রহ জাগে না কাছে যাবার।
অথচ একদা কত কাছের ছিলে তুমি !
তোমার রূপান্তর কার ভাল লাগে জানি না ;
আমার কাছে ভেসে আসে
তোমার সেই ছড়ানো চুলের বাসী সুবাস।

কিছু কথা কিছু সুর

পৃথিবী, তোমার কাছে
অনেক পেলাম,
কিছু কথা কিছু সুর
রাখিয়া গেলাম !
এই কথা এই সুর
যদি মনে কারও
ক্ষণকাল দেয় দোলা—
দেয় একবারও,
তাহলেই পাবে প্রাণ
এই কথা সুর ;
পুরনো হোক না কথা ,
সুর না মধুর !